রাঁচি, মঙ্গলবার
23:05:2023

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

web : www.rashtriyakhabar.com

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>218 >>08 Joystha 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২১৮ >> << ০৮ই, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০>>

এল সালভাদরের ফুটবল স্টেডিয়ামে পদপিষ্ট হয়ে ১২ জনের মৃত্যু

প্যারিস ঃ এল সালভাদরের কর্মকর্তারা রবিবার জানিয়েছেন, সেখানে ফুটবল লীগের একটি ম্যাচ চলাকালীন পদপিষ্ট হয়ে ১২ জন সমর্থকের মৃত্যু হয়েছে। কাসকাটলানএ মনুমেন্টাল স্টেডিয়ামে আলিয়ানজা এবং ফাস ক্লাবের ম্যাচ চলাকালীন একটি গেট দিয়ে সমর্থকরা ঠেলে ঢোকার সময় ঐ দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন ফুটবল কর্মকর্তারা। রাজধানী থেকে ঐ জায়গাটি ৪১ কিলোমিটার উত্তরপূর্বে অবস্থিত। আলিয়ানজার সমর্থক হোজে অ্যাঞ্জেল পিনাডো বলছেন, খেলা শুরু হবার কথা ছিল সন্ধ্যা সাতটা তিরিশ মিনিটে কিন্তু সাতটায় গেট বন্ধ করে দেয়া হয় এবং আমরা তখন টিকেট হাতে নিয়ে (স্টেডিয়ামের) বাইরে, মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। আমরা তাদেরকে অনুরোধ করি ভেতরে ঢুকতে দিতে, কিন্তু দেয়া হয়নি। সুতরাং তারা গেট ভেঙ্গে ফেলে।। সিভিল প্রোটেকশন পরিচালক লুই আমায়া বলেন, প্রায় ৫০০ লোককে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে এবং ১০০ জনকে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। হাসপাতালে নেয়া অন্তত দুইজনের অবস্থা গুরুতর। প্রেসিডেন্ট নাইব বুকেলের প্রেস অফিস থেকে দেয়া বিবৃতিতে ১২ জনের মৃত্যুর খবর স্বীকার করে বলা হয়েছে, এল সালভাদর শোক পালন করছে।

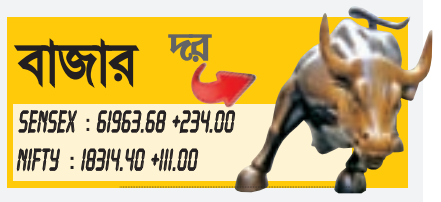

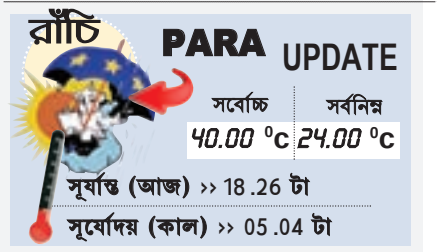

বাজার দর

SENSEX : 61963.68 +234.00
NIFTY : 18314.40 +111.00

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
40.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) ›› 18.26 টা
সূর্যোদয় (কাল) ›› 05.04 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা ›› 83,700 টাকা./কিলো

এবার জার্মানিতে পার্সেল বিলি করতে আসছে রোবট

বার্লিন ঃ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বিশেষ কিছু কাজে রোবট যথেষ্ট উন্নতি করলেও প্রকাশ্য রাজপথে এখনো তাদের দেখা যায় না। এবার জার্মানিতে এমন রোবট পার্সেল বিলির কাজ শুরু করতে চলেছে। তবে সর্বদা সেটির উপর নজর রাখা হবে। ভবিষ্যতের ডেলিভারি সার্ভিস এমন হতে পারে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে চাকার উপর বাক্স বসানো আছে। কিন্তু তার ভেতরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও অনেক হাইটেক ভরা। প্রায় স্বাবলম্বী এই রোবট হয়তো অদূর ভবিষ্যতে জার্মানিতে পার্সেল বিলি করবে। তার নাম টেও। হে টেও কোম্পানির সহপ্রতিষ্ঠাতা অশ্বিন রামচন্দ্রন বলেন, ‘‘এটা একটা কার্গোভিত্তিক অটোনমাস ভেহিকেল। একইসঙ্গে হালকা ওজনের বিদ্যুতচালিত যানও বটে। পুরোপুরি ইলেকট্রিক শক্তিতে চলে। সেন্সর ব্যবহারের ক্ষেত্রে অটোনমাস কারের সঙ্গে অনেক মিল থাকায় সেটি অত্যন্ত নিরাপদ। প্রথম এল ফোর অটোনমাস ভেহিকেল হিসেবে আমরা সেটিকে জার্মানির রাজপথে দেখবো।’’ ক্যামেরা ও সেন্সরের দৌলতে রোবট চারিদিকে সবকিছুই দেখতে পায়। পথে কোনো বাধাবিপত্তি, পথচারী বা ট্রাফিক লাইটও চিনতে পারে সেই যন্ত্রমানব। তবে একাই পথে নামার ক্ষমতা থাকলেও সেটা কার্যকর করা এখনই সম্ভব নয়। অশ্বিন রামচন্দ্রন মনে করেন, ‘‘এখনো এই প্রণালীর প্রতি পুরোপুরি আস্থা রাখার সময় আসে নি। তাই মানুষের বুদ্ধির ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে, যা সঠিক ফিডব্যাক দিয়ে কম্পিউটরের বুদ্ধিমত্তার সম্পূরক হিসেবে কাজ করবে। অন্যদিকে জার্মানির এক নতুন আইনের আওতায় রাজপথে এল ফোর অটোনমির অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সব সময়ে তত্ত্বাবধায়ক রাখতে হবে, যিনি রোবটের দিকে নজর রেখে রোবটের হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।’’

শুধু এমন ছোট রোবট নয়, অটোনোমাস বাস, গাড়ি বা ট্রাকও জার্মানির রাজপথে নামতে পারে। প্রশ্ন হলো, এমন যান ও রাজপথে বাকি যান বা মানুষ এর ফলে কতটা নিরাপদ থাকবে? ইনোক্যাম এনআরডাব্লিউ সংগঠনের প্রো. লুৎস একস্টাইন মনে করেন, ‘‘এটা এই কারণে নিরাপদ, যে সবার আগে প্রস্তুতকারী কোম্পানিকে জার্মান ফেডারেল পরিবহণ কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র পেতে হবে। আইন অনুযায়ী নিরাপত্তার চাহিদা পূরণ করলে তবেই কোনো যান সেই সবুজ সংকেত পাবে। চলার সময়েও নিরাপত্তা বজায় থাকে, কারণ আইন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে যানের উপর নজর রাখা হবে। কঠিন পরিস্থিতিতে রোবট একা সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে সেখান থেকে সাহায্য করা হবে।’’ টেও কোনো দুর্ঘটনা ঘটালে তার দায় মালিকের ঘাড়ে পড়বে। টেও কে দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যানপ্রতি একজন করে চালকের আর প্রয়োজন নেই। এক জন কর্মী একাধিক রোবট নিয়ন্ত্রণ করবেন। ফলে ব্যায় প্রায় দুইতৃতীয়াংশ কমে যাবে। ডেভেলপার হিসেবে অশ্বিন রামচন্দ্রনের হাতে আরও অনেক কাজ রয়েছে। এখন তিনি প্রোটোটাইপটিকে আরও নিখুঁত করার চেষ্টা করছেন। কাজটা মোটেই সহজ নয়। হে টেও কোম্পানির সহপ্রতিষ্ঠাতা হিসেবে অশ্বিন অবশ্য বলেন, ‘‘প্রত্যেকটি বিষয়ই অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। তবে আবেগের কারণে আমার বেশি চ্যালেঞ্জিং মনে হয় না। কঠিন না হলে মজা কীসের!’’

প্রোটোটাইপটিকে বাক্সে ভরে এক সপ্তাহ আগে ইটালিতে পাঠানো হয়েছে। সেখানে খোলা রাজপথে টেও প্রথম বার কয়েকটি ট্রিপ শেষ করেছে। আধাস্বাবলম্বী এই রোবট আপাতত পুলিশের পাহারায় থাকলেও তাকে দেখে শিশুরা বেশ আমোদ পাচ্ছে। আগামী বছর আর সেই সুবিধা থাকবে না। টেও তখন একাই পথে নামার অনুমতি পাবে।

চীন ও উত্তর কোরিয়াকে প্রতিহত করতে ইউন ও কিশিদার সঙ্গে বৈঠক করলেন বাইডেন

নিউ ইয়র্ক ঃ এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ দুই মিত্রের মধ্যে সম্পর্ক উষ্ণ হওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতির মধ্যে, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন রবিবার জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা ও দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওলের সঙ্গে জাপানের হিরোশিমায় অনুষ্ঠানরত গ্রুপ অফ সেভেন শীর্ষ সম্মেলনের বাইরে একটি ত্রিপাক্ষিক পার্শবৈঠকে অংশ নেন।

এই বৈঠকের আলোচ্যসূচির শীর্ষে ছিলো উত্তর কোরিয়ার কাছ থেকে আসা ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র ঝুঁকি ও চীনের ক্রমবর্ধমান একগুঁয়ে অবস্থান। এই দুই আঞ্চলিক হুমকি, এই তিন দেশকে আরো নিবিড়ভাবে ঘনিষ্ঠ করেছে।

এক বিবৃতিতে হোয়াইট হাউজ জানিয়েছে, কীভাবে ত্রিপাক্ষিক সহযোগিতা নতুন উচ্চতায় নেয়া যায়, সে বিষয়ে নেতারা আলোচনা করেছেন। আলোচনায় স্থান পায়, উত্তর কোরিয়ার পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র ঝুঁকির মুখে নতুন সমন্বয় প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং তিন দেশের নিজস্ব ইন্দো প্যাসিফিক কৌশল। এক সাক্ষাৎকারে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের মুখপাত্র জন কার্বি বলেন, বেইজিং এর কাছ থেকে আসা আঞ্চলিক ঝুঁকির বিষয়ে তিন নেতার দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় অভিন্ন ছিলো। ইউন, টোকিও এবং ওয়াশিংটনের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা করছেন।এটা তার পূর্বসূরি সাবেক প্রেসিডেন্ট মুন জায়েইনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্নতর অবস্থান। মুন পিয়ংইয়ং এর সঙ্গে সম্পর্ক শক্তিশালী করার চেষ্টা করছিলেন। জি সেভেনের সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও, দক্ষিণ কোরিয়াকে পর্যবেক্ষক হিসেবে হিরোশিমায় আমন্ত্রণ জানান কিশিদা। সঙ্গে, আমন্ত্রণ জানানো হয়, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কমোরস, কুক আইল্যান্ডস, ইন্দোনেশিয়া, ভারত ও ভিয়েতনামের নেতাদের। গত এপ্রিলে, তিন দেশের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা, ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ও সাবমেরিন প্রতিরোধী নিয়মিত যৌথ মহড়া পরিচালনার বিষয়ে একমত হন।

পশ্চিমা জোটের সাথে চীনের সংঘাত এড়ানো সম্ভব, জি সেভেন সম্মেলনের শেষে বললেন বাইডেন

হিরোশিমা ঃ বিশ্বের ৭ শীর্ষ গণতান্ত্রিক দেশের জোট গ্রুপ অফ সেভেনের ৩ দিনের সম্মেলন শেষে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন চীনকে আশ্বস্ত করার উদ্যোগ নিয়ে জানান, যদিও জি সেভেন বেইজিংয়ের ক্রমবর্ধমান সামরিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা হুমকির বিরুদ্ধে চাপ বাড়াচ্ছে, তবুও পশ্চিমের সঙ্গে দেশটির সংঘাত এড়ানো সম্ভব। জাপানের হিরোশিমায় আয়োজিত সম্মেলনের শেষ পর্যায়ে রবিবার এক সংবাদ সম্মেলনে বাইডেন বলেন, আমার মনে হয় না এটা অবশ্যম্ভাবী, যে এই সংঘাত দেখা দেবে (পশ্চিম ও বেইজিং এর মধ্যে)। তবে বাইডেন উল্লেখ করেন, জি সেভেন ও অন্যান্য আঞ্চলিক অংশীদাররা বেইজিং এর আগ্রাসী আচরণ প্রতিহত করার জন্য ঐক্যবদ্ধ যার মধ্যে আছে তাইওয়ানে সম্ভাব্য আগ্রাসন। তিনি বলেন, আমার ধারণা, আমরা প্যাসিফিকে আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি একতাবদ্ধ আছি। বাইডেনের মন্তব্য এমন সময় এলো, যখন জি সেভেন দেশগুলো চীনের ক্রমবর্ধমান সামরিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা হুমকির প্রতি নিন্দার পরিমাণ বাড়িয়েছে। সম্মেলনের বার্তায় জোটটি চীনের অর্থনৈতিক জবরদস্তির ব্যবহার, দক্ষিণ চীন সাগরের সামরিকায়ন, কূটনীতিকদের নিরাপত্তা লঙ্ঘন এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে হস্তক্ষেপের উদ্যোগ এর সমালোচনা করে।

বেইজিং দ্রুত পালটা জবাব দিয়ে জি সেভেনের বিরুদ্ধে চীনের স্বার্থ জড়িত বিভিন্ন বিষয়ের মাধ্যমে চীনকে অপমান ও আক্রমণ এবং নির্লজ্জভাবে চীনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অভিযোগ আনে।

যুক্তরাষ্ট্রের ঋণের সর্বোচ্চ সীমা বাড়িয়ে দেশটির ঋণখেলাপি হওয়া এড়ানোর বিষয়টি মোকাবিলা করার জন্য সংবাদ সম্মেলনের পরপরই ওয়াশিংটনে ফেরেন বাইডেন। তিনি বলেন, এই সংকটের বিষয়ে জি সেভেন সম্মেলনে খুব অল্প পরিমাণ আলোচনা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগ জানিয়েছে, ঋণের সর্বোচ্চ সীমা বাড়ানোর বিষয়ে চুক্তি না হলে তারা শুধুমাত্র ১ জুন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের বিলগুলো পরিশোধ করতে পারবে। বেশিরভাগ অর্থনীতিবিদ একমত, যুক্তরাষ্ট্র ঋণ খেলাপি হলে তা বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থার জন্য বিপর্যয়কর হতে পারে।

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

সুদানে সেনাবাহিনী ও আধাসামরিক আরএসএফএর ৭ দিনের যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর

খার্তুম ঃ সুদানের যুদ্ধরত পক্ষগুলো শনিবার ৭ দিনের একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে, যখন ৬ সপ্তাহ ধরে চলতে থাকা যুদ্ধে দেশটি অস্থিরতায় নিমজ্জিত এবং ১০ লাখেরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। আলোচনার পৃষ্ঠপোষক যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরব এক যৌথ বিবৃতিতে খার্তুমের স্থানীয় সময় সোমবার রাত পৌনে ৯টা থেকে এই যুদ্ধ বিরতি কার্যকর হবে বলে জানিয়েছে। এর আগে বেশ কয়েকবার যুদ্ধ বিরতি চুক্তি হলেও তা লঙ্ঘন করা হয়েছে। তবে এবারের চুক্তিটি যুক্তরাষ্ট্র সৌদি ও আন্তর্জাতিক সহায়তায় চালু করা নিরীক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রয়োগ করা হবে বলে বিবৃতিতে জানাও হয়েছে। তবে এ বিষয়ে আর কোনো বিস্তারিত তথ্য জানানো হয়নি। এই চুক্তিতে মানবিক সহায়তা বিতরণ, নিত্যপ্রয়োজনীয় সেবা আবারো চালু করা ও হাসপাতাল এবং গুরুত্বপূর্ণ সরকারি স্থাপনা থেকে বাহিনী সরিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন বলেন, বন্দুকগুলোকে থামিয়ে দেওয়ার এবং নির্বিঘ্নে মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করার সময় অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে। আমি উভয় পক্ষকে এই চুক্তি মেনে চলার অনুরোধ করছি এটি এখন সারা বিশ্বের নজরে আছে। সুদানের সেনাবাহিনী ও অর্ধসামরিক র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সের মধ্যে চলমান যুদ্ধে দেশটিতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। এছাড়াও খাদ্য, অর্থ ও নিত্যপণ্যের মজুদ দ্রুত শেষ হয়ে এসেছে এবং ব্যাংক, দূতাবাস, ত্রাণ সংস্থার গুদাম, এমন কী, গির্জাতেও লুটপাটের ঘটনা ঘটছে। ত্রাণ সংস্থাগুলো জানিয়েছে, তারা নিরাপদ যাত্রাপথ ও কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পারায় খার্তুমে পর্যাপ্ত সহায়তা দিতে পারছে না। ১৫ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া এই সংঘাতে এখন পর্যন্ত প্রায় ১১ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে প্রতিবেশী দেশগুলোতে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ৭০৫ জন মারা গেছেন এবং অন্তত ৫ হাজার ২৮৭ জন আহত হয়েছেন। সুদানে বেশ কয়েক দশক ধরে একনায়কতন্ত্রের কারণে সৃষ্ট সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকল্পে আন্তর্জাতিক সমর্থনপুষ্ট এক পরিকল্পনার আওতায় আরএসএফ কে সেনাবাহিনীর অংশ করে নেওয়ার বিষয়ে বিতর্ক দেখা দিলে খার্তুমে এই যুদ্ধের সূত্রপাত হয়।

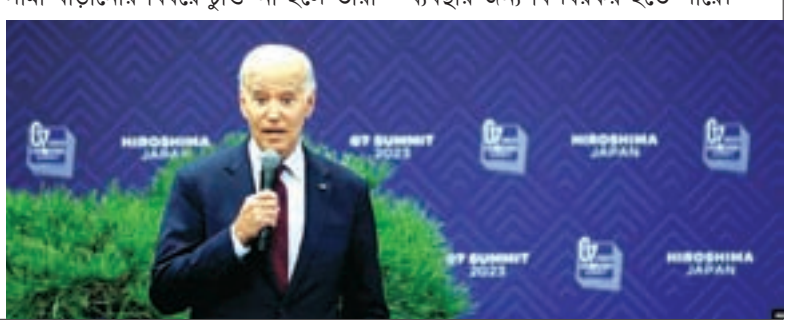

তাপপ্রবাহ সপ্তাহান্ত থেকে প্রবল গরমে হাঁসফাঁস করছে রাজধানী

গরমে নাজেহাল দিল্লি

নয়া দিল্লি ঃ দিল্লির তাপমাত্রা ৪৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে। সঙ্গে তীব্র তাপপ্রবাহ। গরমের শুরুটা আরামেই কেটেছে দিল্লির। বার বার বৃষ্টিতে তাপমাত্রা খুব বেশি বাড়তে পারেনি। কিন্তু শেষ সপ্তাহান্ত থেকে প্রবল গরমে হাঁসফাঁস করছে রাজধানী। বুধবার পর্যন্ত তাপমাত্রা কমার কোনো সম্ভাবনা নেই বলেই জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

রোববার দুপুরে দিল্লির তাপমাত্রা ৪৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে গেছিল। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, নজফগরে তাপমাত্রা রেকর্ড ৪৬ দশমিক তিন ডিগ্রিতে পৌঁছেছিল। তবে সামগ্রিকভাবে দিল্লির গড় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির আশপাশে ছিল।

সোমবার গরম আরো বেড়েছে। দুপুরে গড় তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রির আশপাশে ঘোরাফেরা করছে। একইসঙ্গে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৫ ডিগ্রি ছুঁলে এবং তা টানা দুইদিন থাকলে তাকে তাপপ্রবাহ বলে। সোম এবং মঙ্গলবার সেই তাপপ্রবাহের আশঙ্কা আছে। একইসঙ্গে আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, সোমবার দুপুরে ঘণ্টায় ২৫ থেকে ৩০ কিলোমিটার গতিতে বাতাস বইতে পারে। গরম বাতাসে পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।তবে আশার কথা, দিল্লির আকাশে পশ্চিমি ঝঞ্ঝার আভাস মিলেছে। ফলে বুধবার দুপুর থেকে বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টি হলে তাপমাত্রা এক ধাক্কায় অনেকটা কমবে বলে মনে করা হচ্ছে।

গরমের কারণে প্রতিবারের মতোই এবারও বেশ কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে দিল্লি সরকার। জায়গায় জায়গায় ফুটপাতবাসীদের জন্য টেন্ট লাগানো হয়েছে।

এগরার পর বজবজে বিস্ফোরণ

কলকাতা ঃ বজবজের একটি বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ। মৃত অন্তত তিন। এগরার পর এবার বজবজে বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ। রোববার রাতে এই ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, সারা রাত ধরে পুলিশ এবং দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে বিস্ফোরক সরিয়েছে। গত সপ্তাহেই পূর্ব মেদিনীপুরের এগরায় একটি বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়েছিল। ঘটনায় এখনো পর্যন্ত ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ওই বিস্ফোরণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। এবার প্রায় সেই একই ঘটনা ঘটল বজবজে। স্থানীয় মানুষ জানিয়েছেন, রোববার সন্ধে সাতটা নাগাদ আচমকাই বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে চিংড়িপোতা অঞ্চল। দেখা যায় একটি বাড়ির দোতলায় আগুন জ্বলছে। স্থানীয় মানুষেরা ঘটনাস্থল থেকে তিনজনকে উদ্ধার করে। তার মধ্যে এক মা ও মেয়ে আছে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাদের মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। পরে আরো এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, ওই অঞ্চলে এমন একাধিক বেআইনি বাজির কারখানা আছে। এর আগেও সেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ, দমকল এবং স্থানীয় প্রশাসনকে নিয়ে এর আগে কমিটি গড়া হয়েছে। বেআইনি বাজি কারখানা বন্ধ করার দায়িত্ব ছিল তাদের উপর। অভিযোগ, কমিটি খাতায় কলমে হয়েছে। বাস্তবে তাদের কোনো কাজ করতে দেখা যায়নি। প্রশাসনের মদতেই বাজি কারখানাগুলি চলে বলে অভিযোগ। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, রোববার রাতে ট্রাকে করে ঘটনাস্থল থেকে বারুদ সরিয়েছে পুলিশ। এক দমকলকর্মী রাতেই জানিয়ে দিয়েছেন, ওখানে কোনো বাজি কারখানা ছিল না। নিছক আগুন লেগে দুর্ঘটনা ঘটেছে। যদিও ঘটনাস্থলে বাজির খোল এবং বারুদ মিলেছে বলে স্থানীয় সংবাদপত্রের অভিযোগ। এগরার পর বজবজের ঘটনা নিয়েও রীতিমতো বিতর্ক শুরু হয়েছে।

জাতীয় খবর বাংলা দৈনিক রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

স্ত্রী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকের সঙ্গে মানসিক অশান্তির জেরে চরম সিদ্ধান্ত নিল এক যুবক, বাড়িতে শোয়ার ঘর থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, আত্মহত্যা করতে বাধ্য করানো হয়েছে বিস্ফোরক অভিযোগ বাড়ির লোকের, থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের, চাঞ্চল্য এলাকায়

মালদা ঃ স্ত্রী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকের সঙ্গে মানসিক অশান্তির জেরে প্রাণ গেল ১৯ বছরের এক তরতাজা যুবকের।বাড়িতে শোয়ার ঘর থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার।পরিবারের লোকের অভিযোগ তিন বছরের বিবাহিত জীবনে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি লেগেই থাকতো।স্ত্রী অশান্তি হলেই বাড়ি থেকে চলে যেত। শ্বশুরবাড়ির লোকেরাও অশান্তি নিয়ে ছেলেকে বিভিন্ন ভাবে মানসিক চাপ দিত।সেই মানসিক চাপের জেরে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে ছেলে।এমনটাই অভিযোগ মৃত ওই যুবকের বাড়ির লোকের।বৌমা এবং তার বাবার বাড়ির লোকেদের শাস্তির দাবিতে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে মৃত যুবকের বাবা।সমগ্র ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ভাগ বড়োল গ্রামের ঘটনা। ওই গ্রামের বাসিন্দা বিকি দাস(২০)। তিন বছর আগের পার্শ্ববর্তী চাঁচল শহরের বাসিন্দা পায়েল দাসকে বিয়ে করে বিকি। দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সেই সম্পর্ক থেকেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় তারা। কিন্তু বিবাহিত জীবন মোটেই সুখকর ছিল না। পরিবার সূত্রের খবর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পায়েল এবং বিকির মধ্যে প্রায় অশান্তি লেগে থাকতো। অশান্তি হলেই পায়েল বাড়ি ছেড়ে চলে যেত।সেই নিয়ে পায়েলের বাবার বাড়ির লোকেরা বিভিন্ন ভাবে হুমকি দিত বিকিকে। প্রত্যেকবারই বিকির পরিবারের লোকেরা পায়েলকে বুঝিয়ে বাড়ি আনতো।চেষ্টা করত স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধ্যস্থতা করার। কিন্তু তারপরেও অশান্তি মেটেনি। অবশেষে মানসিক অশান্তির জেরে চরম সিদ্ধান্ত নিল বিকি।শনিবার সকালে বাড়িতে তার শোয়ার ঘর থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ছেলের এই ভাবে মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছে তার পরিবার। বিকির বাবা ফুল কুমার দাস দিন মজুরের কাজ করে। দিন আনে দিন খাওয়া পরিবার। এই ভাবে ছেলের মৃত্যু মেনে নিতে পারছে না বাবা। হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি।তার অভিযোগ তার ছেলেকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করা হয়েছে। বৌমা এবং তার পরিবারের লোকের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন ফুলকুমার বাবু। পাড়াপ্রতিবেশীরাও ক্ষুব্ধ এই ঘটনায়। এই ভাবে তরতাজা যুবকের প্রাণ যাওয়ায় তারাও পায়েল দাসের শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

মৃত যুবকের বাবা ফুলকুমার দাস বলেন, বৌমা মাঝে মাঝে চলে যেতো বাড়ি ছেড়ে।আমরা ফিরিয়ে আনতাম।আমার ছেলেটাকে মানসিক অশান্তি দিয়ে শেষ করে দিলো।ওর বাবার বাড়ির লোকেরা মাঝে মাঝেই হুমকি দিত।ওদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

মাঝেই মাঝেই দেখা যাচ্ছে প্রেম বা বিবাহিত জীবনে মানসিক অশান্তির জেরে চরম সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যুবকরা।চলে যাচ্ছে প্রাণ।এই ঘটনা পরক্ষভাবে খুন।মানসিক চাপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করানো হচ্ছে।কিন্তু আড়াল থেকে যাচ্ছে দোষীরা।এমনটাই মত এলাকাবাসীর।

কর্নাটকের ভোটের ফলাফলে উচ্ছ্বাস আলিপুরদুয়ারের জেলা কংগ্রেসের

আলিপুরদুয়ার ঃ কর্নাটকের ভোটের ফলাফলে উচ্ছ্বাস আলিপুরদুয়ারের জেলা কংগ্রেসের। শনিবার কর্নাটক বিধানসভার ফলাফল ঘোষণা হতেই জেলায় জেলায় খুশীর উচ্ছ্বাস উন্মাদনায় গাভাসায় কংগ্রেস কর্মীরা।এদিন আলিপুরদুয়ারের জেলা কংগ্রেসের কর্মীরা রীতিমতো পটকা ফাটিয়ে এবং আবীর খেলায় মেতে উঠে।পাশাপাশি একে অপরকে খাওয়ানো হয় লাড্ডু।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে এ ভাবেই ফিরে আসা যায়, কর্নাটকে।সেটার প্রমাণ করল কংগ্রেস (Congress)।স্বাভাবিক ভাবেই কর্নাটকের এই ফলাফল পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনে বাড়তি অক্সিজেন জোগাবে।

দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত কুড়মি সমাজের মানুষেরা শনিবার দুপুরে হবিবপুর ব্লকের বুলবুল চন্ডী অঞ্চলের মনোহরপুর এলাকার কুড়মি সমাজের মানুষদের বিক্ষোভে শামিল

মালদাঃ দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত কুড়মি সমাজের মানুষেরা। শনিবার দুপুরে হবিবপুর ব্লকের বুলবুল চন্ডী অঞ্চলের মনোহরপুর এলাকার কুড়মি সমাজের মানুষদের বিক্ষোভে শামিল। আগে এসটি পরে ভোট দেওয়ালে লিখে হাতে ব্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ শামিল কুড়মি সমাজের মানুষেরা।সমাজের মানুষের দাবি দীর্ঘদিন ধরে তারা রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের আবেদন করে আসছে এসটি সমাজে তাদের রূপান্তরিত করার জন্য। কিন্তু সরকার কোন রকম তাদের দিকে নজর দিয়ে দেখছে না। তাদের দাবি পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তাদের এসটি সমাজের রূপান্তরিত করতে হবে না হলে তারা এই এলাকায় বসবাসকারী কুরমি সমাজের বসবাস করি মানুষদের বাড়ির দেওয়ালে কোন রাজনৈতিক দলের প্রচার লিখতে দিবে না পাশাপাশি এলাকায় কোন জন প্রতিনিধির কেউ ঢুকতে দিবে না।

জলপাইগুড়ি সরকারি মেডিক্যাল কলেজের পরিকাঠামো পরিদর্শনে রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা দেবাশিস ভট্টাচার্য

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নির্মিয়মান পরিকাঠামো পরিদর্শন করলেন রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের ডিরেক্টর অফ মেডিক্যাল এডুকেশন দেবাশিস ভট্টাচার্য। শনিবার দুপুরে মেডিক্যাল কলেজে আসেন তিনি। কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশোনায় মানোন্নয়নে জোর দিতে শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে আলোচনা করেন এদিন।বলেন, খুব দ্রুততার সঙ্গে কলেজের স্থায়ী পরিকাঠামোর নির্মাণ কাজ শেষ করার চেষ্টা চলছে।আগামী শিক্ষা বর্ষের আগেই হোস্টেল চালু করার চেষ্টা চলছে বলেও জানান। জলপাইগুড়িতে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কাজকর্মের গতি ও পরিকাঠামো খতিয়ে দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের ডিরেক্টর অফ মেডিক্যাল এডুকেশন দেবাশিস ভট্টাচার্য। এই মুহূর্তে জলপাইগুড়িতে জোর কদমে চলছে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ভবনের নির্মাণের কাজ। জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের উল্টোদিকে গড়ে উঠছে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল।

উৎসর্গ প্রকল্পের অঙ্গ হিসেবে শিলিগুড়ি থানায় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন

শিলিগুড়ি ঃ উৎসর্গ প্রকল্পের অঙ্গ হিসেবে শিলিগুড়ি থানায় একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করলো শিলিগুড়ি পুলিশ স্টেশন।এদিনের রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার অখিলেশ চতুর্বেদী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বংদ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশানুসারে উৎসর্গ প্রকল্পের অঙ্গ হিসেবে এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শনিবার শিলিগুড়ি থানায় আয়োজিত এই শিবিরে রক্তদান করেন পুলিশকর্মী সহ সাধারণ মানুষ। শিলিগুড়ি তেরাই লায়েন্স ব্লাড ব্যাংকের সহযোগিতায় এই শিবির আয়োজিত হয়। সংগৃহিত রক্ত শিলিগুড়ি তেরাই লায়েন্স ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়।এদিনের এই শিবিরে উপস্থিত হয়ে রক্তদাতাদের ধন্যবাদ জানান পুলিশ কমিশনার।

জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় জখম চালক

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ সোমবার সিউড়ি নতুনপল্লী ষাটনং জাতীয় সড়কে একটি পাথরবোঝাই লরিকে ধাক্কা মারে পিছন থেকে আসা একটি পাথরবোঝাই লরি । জখম হয় চালক । সিউড়ি সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । স্থানীয় বাসিন্দা তাপস তুরি বলেন, ঘর থেকে শব্দ পেয়ে ছুটে আসি । পুলিশ প্রশাসন এসেছিল ।

বীরভূমে মজুত বোমায় বিস্ফোরণ তৃনমূল নেতার বাড়ীতে

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) মজুত রাখা শতাধিক বোমা অসাবধানতাবশত ও অত্যাধিক গরমে বিস্ফোরনে সোমবার দুবরাজপুর ব্লকের পদুয়া গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত ঘোড়াতোড় গ্রামে উড়ে গেলো তৃণমূল নেতা মরিলাল শেখের বাড়ীর কংক্রিটের সিঁড়িঘর । অন্যান্য ঘরে দেখা দিয়েছে ফাটল । ঘটনার পরে মরিলালের পরিবারের সদস্যরা পালিয়ে যায় । দুবরাজপুর থানার ওসি জয়ন্ত দাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে আসে । বাড়ীটিকে ঘিরে রেখেছে পুলিশ । একজনকে আটক করা হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে । বোলপুরের সিআইডি বোম্ব স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়েছে । এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে ।

এনআইএ তদন্তের দাবি বিজেপি বিধায়কের

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ মজুত রাখা শতাধিক বোমা অত্যাধিক গরম ও অসাবধানতাবশতায় বিস্ফোরনে দুবরাজপুর ব্লকের পদুমা গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত ঘোড়াতোড় গ্রামে বিস্ফোরণে উড়ে যায় তৃনমূল নেতা মরিলাল শেখের কংক্রিটের সিঁড়িঘর । অন্যান্য ঘরে দেখা দিয়েছে ফাটল । ঘটনার পরে মরিলালের পরিবারের সদস্যরা পালিয়ে যায় । দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহা বলেন, তৃনমূলের আমলে পশ্চিমবঙ্গ বোম বারুদ শিল্পে পরিণত হয়েছে । বাংলায় আইনশৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়েছে । ঘোড়াতোড় গ্রামের ঘটনায় এনআইএ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন । পুলিশ প্রশাসনের উচিত বোমা বারুদ উদ্ধার করা ।

জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাবের ১২৫ তম বার্ষিকী অনুষ্ঠানের অংশ হিসাবে রোড রেস আয়োজিত

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাবের ১২৫ তম বর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান উপলক্ষে রবিবার সকালে একটি রোড রেস প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন শিলিগুড়ির অ্যাথলিট সন্দীপ শা।জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাব ময়দানের সামনে থেকে পতাকা উড়িয়ে রোড রেসের সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ির ক্রীড়াপ্রেমি মানুষ ও বিশিষ্টজনেরা। বাংলার বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশ ও অসম সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে ১৬২ জন অ্যাথলিট এই রোড রেসে অংশ নিয়েছিল। ৮ কিলোমিটার এই রোড রেস টাউন ক্লাব ময়দানের সামনে থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ফের টাউন ক্লাব ময়দানের সামনে এসে শেষ হয়। বিজয়ী প্রতিযোগীদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে নগদ অর্থ সহ পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

শিলিগুড়ির বিধায়ক সর্বভারতীয় সিনিয়র সার্টিফিকেট পরীক্ষায় শীর্ষস্থানীয় সম্মানিত

শিলিগুড়ি ঃ অল ইন্ডিয়া সিনিয়র সার্টিফিকেট এক্সামিনেশনে শিলিগুড়ির প্রথম প্রাপ্তি দাসকে সংবর্ধনা জানালেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ অল ইন্ডিয়া সিনিয়র সার্টিফিকেট এক্সামিনেশনে শিলিগুড়ির প্রথম হয়েছে শিলিগুড়ির ২১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা প্রাপ্তি ঘোষ। রবিবার তাকে সংবর্ধনা জানালেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। জানা গিয়েছে, বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী প্রাপ্তির অল ইন্ডিয়া সিনিয়র সার্টিফিকেট এক্সামিনেশনে ৯৮.৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে শিলিগুড়িতে প্রথম স্থান পেয়েছে। রবিবার দুপুরে শিলিগুড়ির ২১ নম্বর ওয়ার্ডে তার বাড়িতে গেলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। তাকে ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনা জানানোর পাশাপাশি তার পাশে থাকার আশ্বাস দেন বিধায়ক। প্রাপ্তি শিলিগুড়ি দিল্লি পাবলিক স্কুলের ছাত্রী।

শিলিগুড়ি পলিটেকনিক কলেজে এবিভিপি সদস্যদের ওপর বর্বর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষভ কর্মসূচিতে অংশ নেয় মালদা জেলা ইউনিট

মালদা ঃ শিলিগুড়ি পলিটেকনিক কলেজে এবিভিপি সদস্যদের ওপর বর্বর হামলার প্রতিবাদে রবিবার এবিভিপি উত্তর মালদা জেলা ইউনিট এর পক্ষ থেকে গাজোল বাসস্ট্যান্ড থেকে শোভাযাত্রা বের করে থানা মোড়ে অবস্থান বিক্ষভ কর্মসূচিতে অংশ নেয়। উত্তর মালদা জেলা ইউনিটের পাশাপাশি অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ গাজোল ব্লক কমিটির নেতা, কর্মীরাও হাজির ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন এবিভিপি উত্তর মালদার জেলা সংযোজক সুজিত মন্ডলসহ অন্য নেতারা।

ICSE ফলাফল প্রকাশিত, দেশের মধ্যে শীর্ষে শিলিগুড়ির শুভম আগরওয়াল

শিলিগুড়ি ঃ ICSE র ফলপ্রকাশ হল রবিবার বিকেলে। ফল প্রকাশ হতেই স্পষ্ট হয় দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন শিলিগুড়ির শুভম আগরওয়াল। দেশের মধ্যে প্রথমস্থানাধিকারী শুভম আগামীতে ইউপিএসসির প্রস্তুতি নেবেন। তার আগে আইন বিষয়ে পড়াশোনার ইচ্ছা রয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন তিনি। শিলিগুড়ি পুর এলাকার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের গোশালা মোড় সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা শুভম। অন্যদিকে, শিলিগুড়ির ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা পঙ্কজ খোড়িয়ার ছেলে মায়াঙ্ক আগরওয়াল ৫০০ নম্বরের মধ্যে ৪৯৬ নম্বর পেয়ে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে।

গ্রামে দাপিয়ে বেড়ালো দুটি বাইসন,ক্ষতি করলো এলাকার বাসিন্দাদের সুপারি বাগান

আলিপুরদুয়ার ঃ গ্রামে দাপিয়ে বেড়ালো দুটি বাইসন, ক্ষতি করলো এলাকার বাসিন্দাদের সুপারি বাগান। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার কালচিনি ব্লকের পূর্ব সাঁতালি এলাকায়। শনিবার সকালে দুটি বাইসন বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জঙ্গল থেকে লোকালয়ে প্রবেশ করে এবং বাইসন দুটি গ্রামে দাপিয়ে বেড়ায়। ক্ষতি করে এলাকার বাসিন্দাদের সুপারি বাগান।পরবর্তীতে বাইসন দুটি মেন্দাবাড়ি এলাকায় চলে যায় ঘটনাস্থলে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের বনকর্মীরা ও জলদাপাড়া বনবিভাগের বনকর্মীরা পৌছায়। দুটি বাইসনের মধ্যে একটি জঙ্গলে প্রবেশ করে ওপরটি গ্রামেই দাপিয়ে বেড়ায়।প্রায় দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টায় লোকালয়ে থাকা একটি বাইসনকে ঘুম পাড়ানি গুলি ছুঁড়ে কাবু করে বনকর্মীরা।

একাধিক দাবিতে আগামী কুড়ি তারিখ জনসভা করতে চলেছে CPI(M)

শিলিগুড়িঃ একাধিক দাবিতে আগামী কুড়ি তারিখ জনসভা করতে চলেছে CPI(M)। সেই জনসভাকে সফল করার আবেদন শনিবার শিলিগুড়িতে একটি বাইক মিছিল করলো সিপিআইএম ২ নম্বর এরিয়া কমিটি।শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরুদ্ধে ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে, নিযোগে দুর্নীতির অভিযোগ সহ রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে ও স্বচ্ছভাবে চাকরিতে নিয়োগ সহ একাধিক দাবিতে আগামী ২০ মে শিলিগুড়িতে একটি জনসভা করতে চলেছে CPIM। সেই জনসভাকে সফল করার আবেদন জানিয়ে শনিবার বিকেলে শিলিগুড়ির জলপাইমোড় থেকে একটি বাইক মিছিল করল CPIM দুই নম্বর এরিয়া কমিটি। এই মিছিল থেকে জনসভায় সকলকে উপস্থিত থাকার আবেদন করা হয়।

দরিদ্র পরিবারকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা

শিলিগুড়ি ঃ মল্লিক পরিবারের পাশে দাঁড়াল শিলিগুড়ির একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। ডাবগ্রাম ২ নং অঞ্চলের অন্তর্গত ফকদিয়া বাড়ি এলাকায় ছেলের মৃত্যুর ৯ দিনের মাথায় বাবার মৃত্যু হয়েছে। শিলিগুড়ি একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা পাশে এসে দাঁড়ালেন। শিলিগুড়ি ডাবগ্রাম ২নং অঞ্চলের ফকদিয়া বাড়ি এলাকায় একি পরিবারের দুই জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে।গত মাসের ২৮ তারিখে মল্লিক পরিবারের ছোট ছেলে ৫০০ টাকার জন্য আত্মহত্যা করেন। আর সেই দড়ি কেটে ছিলেন তার বাবা। এরপর পর ছেলের শেষ কৃত্য শ্রদ্ধ অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার ৯ দিনের মাথায় ছেলের দুখে প্রাণ হারায় বাবা। এদিকে বাবার মৃত্যু হওয়ার পর এলাকাবাসীরা ও পরিবারের লোকজন মিলে টাকা পয়সা জোগাড় করে শেষ কাজ করেন। তবে বর্তমানে আয় করার মতো এক মাত্র স্বামী ছিলেন। এখন স্বামীর সাধ্য শান্তি করার জন্য যে অর্থ প্রয়োজন তা নেই। আর সেই খবরই সোশ্যাল মিডিয়া খবর দেখে শিলিগুড়ি এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষ থেকে মল্লিক পরিবারের কে সাহায্যর হাত বাড়িয়ে দিলেন। আর স্বামীর শেষ শ্রাদ্ধ শান্তি কাজ করার জন্য যারা এগিয়ে এসেছেন তাদের মল্লিক পরিবার থেকে হাতজোড় করে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ইউনিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে মা দিবসে মায়েদের সম্মাননা দেওয়া হয়

শিলিগুড়িঃ বিশ্ব মাতৃ দিবস এই উপলক্ষে শিলিগুড়ির ইউনিক ফাউন্ডেশন টিম এর পক্ষ থেকে মাতৃ দিবস উপলক্ষে মাতৃ দের সংবর্ধনা জানালেন। আজ যাদের সংবর্ধনা করা হলো তারা ব্যান্ড পার্টির আলোকসজ্জায় ছাতায়ালা দিদি দের।যারা আনন্দকে আনন্দ দিতে নিজের দুখ ময় জীবন কে ভুলে থাকা মায়েরা জীবনযুদ্ধে হার না মেনে জীবনে লড়াই করে বাঁচতে হয়।তারা তাদের উপার্জিত আয় দিয়ে সন্তান দের মানুষ করে চলেছে এবং সংসার এর সব দায়িত্ব পালন করে চলেছে। এই রকম মায়েদের তুলনা নেই। এই ভাবে বেচেঁ থাক এই সব মেয়েরা। ইউনিক ফাউন্ডেশন টিম বিশাল মেগামাট থেকে ওনা দের পছন্দ মতো যতটা সম্ভব জিনিস পত্র এবং জামাকাপড় দিয়ে সাহায্য করার চেষ্টা করেছি।আগামী তেও আমরা এদের পাশে থাকার চেষ্টা করবে তাই আজ মাতৃ দিবসে তাদের সংবর্ধনা জানানেল।

বাইসন আবার আবাসিক এলাকায় ঢুকে পড়লে কোনো হতাহতের আগেই বনকর্মীরা তা নিয়ন্ত্রণে আনে

আলিপুরদুয়ার ঃ লোকালয়ে চলে এল বাইসন ঘুমপাড়ানি গুলি ছুঁড়ে বাইসনকে কাবু করল বনদফতর। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার কালচিনি ব্লকের সাঁতালি এলাকায় এদিন জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটি বাইসন লোকালয়ে চলে আসে।বাইসনটি এলাকায় দাপিয়ে বেড়ায় । ঘটনাস্থলে বনদফতরে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প ও জলদাপাড়া বনবিভাগের বনকর্মীরা পৌছে দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টায় বাইসনটিকে ঘুম পাড়ানি গুলি ছুঁড়ে কাবু করে। বনদফতর সুত্রে খবর বাইসনটিকে জলদাপাড়া জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

শুয়োরের পেটে হস্তী শাবক, জলপাইগুড়িতে বিরল ঘটনার সাক্ষী হতে ছুটে আসছে পঞ্চায়েত প্রধান এর স্বামী সহ বহু মানুষ

জলপাইগুড়ি। রবিবার ভোর হতেই জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন পাহাড় পুর অঞ্চলের ডেঙ্গুয়াঝাড় চা বাগানের দশ নম্বর লাইন শ্রমিক মহল্লায় শুযোরের পেটে হস্তী শাবক দেখতে ভিড় জমিয়েছেন দলে দলে মানুষ। দেখলে মনে হবে যেন হস্তী শাবক। খবর ছড়িয়ে পড়তেই শুযোরের পেট থেকে জন্মানো মৃত হস্তী শাবক দেখতে সকাল হতেই ছুটে এসেছেন পাতকাটা কলোনীর বাসিন্দা সুব্রত মন্ডল, ঘটনাস্থলে দাড়িয়ে পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃনমূল দলের পঞ্চায়েত প্রধান অনিতা রাউতের স্বামী সুব্রত বাবু জানান, হাতির বাচ্চা দেখলাম, যেটা শুযোরের পেটে জন্মেছে। এদিকে যার বাড়ীতে থাকা শুযোরের খামারে এই ঘটনা ঘটেছে সেই চা বাগান শ্রমিক চামরি মানকি মুন্ডা জানান, চার বছর থেকে শুযোর পালন করে আসছি কিন্তু এমন ঘটনা ঘটে নি।শুযোরের পেটে হস্তী শাবক দেখতে জমিদার পাড়া থেকে ছুটে এসেছেন অমল রায়, তিনিও শুর, বড় বড় কান হাতির মতো দেখেই জানালেন, এখানে এসেই জানলাম শুযোরের পেটে হস্তী শাবক জন্ম হয়েছিলো কিন্তু পরে সেই শাবকটি মারা গেছে।ঘটনা প্রসঙ্গে পশু চিকিৎসক ডাক্তার রাজেস্বর সিং টেলিফোনে জানান, এগুলো নরমাল ঘটনা, এগুলোকে রাইনো শেফালী বলে। নাকটা ঠিকমতো তৈরি হয় না। তাই লম্বা নাক। চোখ ১ টাই থাকে। এগুলো কোন বিড়ল ঘটনা নয়।

বিজেপিতে যোগদান করার পর এক মাসের মধ্যে ফের দলে ফিরলেন মেখলিগঞ্জের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তৃণমূল নেতা মৃত্যুঞ্জয় রায়

কোচবিহার ঃ বিজেপিতে যোগদান করার পর এক মাসের মধ্যে ফের দলে ফিরলেন মেখলিগঞ্জের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তৃণমূল নেতা মৃত্যুঞ্জয় রায়। আজ কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে প্রাক্তন মন্ত্রী পরেশ চন্দ্র অধিকারী মৃত্যুঞ্জয় রায় হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন। উল্লেখ্য কত ২৩ এপ্রিল তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছিল মৃত্যুঞ্জয় রায়। বিজেপিতে যোগদান করার পর এক মাস কাটতে না কাটতেই ফের তৃণমূলে ফিরে আসলেন তিনি। একদিকে যখন বিজেপি পক্ষ থেকে তৃণমূলের ঘর ভেঙে নিজেদের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করতে চেনা জুড়ে চালাচ্ছে যোগদান কর্মসূচি অন্যদিকে দল থেকে বেরিয়ে যাওয়া সেই সমস্ত তৃণমূল নেতা কর্মীদের দলে ফেরাতে মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, কোন মান অভিমান এর কারণে মৃত্যুঞ্জয় রায় তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু বিজেপিতে যাওয়ার পর তিনি উপলব্ধি করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস অনেক ভালো। তাই তিনি বিজেপিতে যোগদান করার এক মাসের মধ্যেই আবার তৃণমূল কংগ্রেসে ফিরে এসেছে। যারা ভুল করে বিজেপিতে গিয়েছে খুব শীঘ্রই তারা সকলেই আবার তৃণমূলে যোগদান করবে। এই বিষয়ে মৃত্যুঞ্জয় রায় বলেন, কিছু ভুল বোঝাবুঝির কারণে দল ছেড়েছিলাম আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছি।

এমএলএ তহবিলের অর্থ দিয়ে আঞ্জুমান ইখিদমতে খালক সংস্থাকে একটি মৃতদেহের গাড়ি সরবরাহ করা হয়েছিল

শিলিগুড়ি ঃ অঞ্জুমান খিদমাতে খালক সংস্থাকে বিধায়ক তহবিল থেকে শবদেহ নিয়ে যাওয়ার গাড়ি প্রদান করলেন শিলিগুড়ির প্রাক্তণ বিধায়ক অশোক ভট্টাচার্য। শিলিগুড়ি কারবালায় একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ওই পরিষেবার সূচনা করা হয়। রবিবার কারবালায় ওই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির প্রাক্তণ বিধায়ক অশোক ভট্টাচার্য, শিলিগুড়ি পৌরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, কাউন্সিলার পিঃটু ঘোষ, প্রাক্তণ বিধায়ক শঙ্কর মালাকার সহ অঞ্জুমান খিদমাতে খালকের সদস্যরা। অশোক ভট্টাচার্য বিধায়ক থাকাকালীন অঞ্জুমান খিদমাতে খালকের সদস্যরা আবেদন করেছিল একটি শবদেহ নিয়ে যাওয়ার গাড়ির জন্য। সেই আবেদন মতো বিধায়ক তহবিল থেকে ওই গাড়ি প্রদানের ব্যবস্থা করেছিলেন অশোকবাবু। এদিন শিলিগুড়ি পৌরনিগমের মাধ্যমে ওই গাড়ি সংস্থার হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া হয়।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

ভাস্কো ডা গামা যেভাবে ভারতে পৌঁছেছিলেন

কলকাতা ঃ কলম্বাস যখন ভারতের খোঁজে বেরিয়ে আমেরিকায় পৌঁছে গেলেন, তখন পর্তুগালের রাজা জন ভারতে পৌঁছানোর জন্য নতুন সমুদ্রপথ খুঁজতে শুরু করেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি তিনটি বড় জাহাজ তৈরিরও নির্দেশ দেন। কিন্তু সেই সময়েই অসুস্থ হয়ে পড়েন রাজা জন।

ভারতে পৌঁছানোর সে ইচ্ছা পূরণ হওয়ার আগেই তার মৃত্যু হয়। তবে তার উত্তরাধিকারী এমানুয়েলের মনেও ভারতে পৌঁছানোর দৃঢ় সংকল্প ছিল। সেই যাত্রার কমান্ডার হিসাবে তিনি ভাস্কো ডা গামাকে বেছে নিয়েছিলেন।

যাত্রাপথে সঙ্গী হওয়ার জন্য অন্য দুটি জাহাজের কমান্ডার হিসাবে নিজের ভাই পাওলো ও বন্ধু নিকোলাস কোয়েলোকে নিযুক্ত করেন।

২৫ মার্চ ১৪৯৭ সাল, রবিবার সকালবেলায় লিসবঁর রাস্তা লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল। সবাই বুঝতে পারছিলেন সেদিন একটা বড় ঘটনা হতে চলেছে।

এক চৌমাথার মোড়ে গির্জায় নিজের মন্ত্রীদের সঙ্গে সিংহাসনে বসেছিলেন পর্তুগালের রাজা আর রাণী। তাদের সামনে ঝুলছিল একটা পর্দা। গির্জার বিশপ ভাস্কো ডা গামার অভিযানের জন্য বিশেষ প্রার্থনা করছিলেন তখন।

প্রার্থনা শেষ হতেই পর্দার বাইরে এলেন পর্তুগালের রাজা এমানুয়েল। তিনটি জাহাজের তিন কমান্ডার হাঁটু মুড়ে বসে অভিবাদন জানালেন রাজাকে।

যাত্রার শুরুতেই ভয়ানক ঝড় রাজার হাতে চুম্বন করে ভাস্কো ডা গামা একটা আরবি ঘোড়ার পিঠে চেপে বসলেন। শোভাযাত্রা শুরু হল।

একেবারে সামনে চলছিল ভাস্কো ডা গামার ঘোড়াটি। তার পিছনেই ছিল ভাই পাওলো আর বন্ধু নিকোলাসের ঘোড়া দুটি। তাদের পিছনে ঝাঁ চকচকে পোশাক পরে পায়ে পা মিলিয়ে মার্চ করতে করতে যাচ্ছিলেন জাহাজের নাবিক দল।

ভাস্কো ডা গামাদের মিছিলটা বন্দরে পৌঁছাতেই তাদের স্বাগত জানাতে শুরু হল তোপধ্বনি। ভাস্কো ডা গামা ঘোড়া থেকে নেমে নিজের জাহাজ 'সৈন রাফেল'এ উঠে গেলেন।

জাহাজটা যখন ধীরে ধীরে বন্দর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, সেখানে হাজির হাজার হাজার মানুষ হাত নেড়ে বিদায় জানালেন ভাস্কো ডা গামাকে।

ভাস্কো ডা গামাও হাত নেড়ে অভিবাদন করলেন জনতাকে। তবে প্রথম দিনেই এত প্রবল হাওয়া বইছিল যে ভাস্কো ডা গামার জাহাজটি খুব বেশি এগোতে পারে নি।

তৃতীয় দিন আবহাওয়া কিছুটা বদলালো। ভাস্কো ডা গামা রওনা হলেন তার জাহাজ নিয়ে। ইতিহাসবিদ জর্জ এম টোলে তার বই 'দ্য ভয়েজেস অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার্স অফ ভাস্কো ডা গামা'তে লিখেছেন, তিনটি জাহাজই একসঙ্গেই এগোচ্ছিল। এতটাই কাছাকাছি ছিল জাহাজগুলো যে কমান্ডারেরা ডেকের ওপরে দাঁড়িয়েই একে অপরের সঙ্গে কথা বলতে পারতেন।

জাহাজগুলো যখন কনারি দ্বীপ ছাড়ালো, তারপরেই শুরু হয় এক ভয়াবহ ঝড়।

ঢেউ শান্ত হওয়ার পরে ভাস্কো ডা গামার জাহাজ 'সৈন রাফেল'কে আর কোথাও দেখা গেল না। কিন্তু পাওলো আর কোয়েলোরা তাদের নিজেদের জাহাজ নিয়ে কেপ ওয়ার্ডের দিকে এগোতে লাগলেন।

জর্জ এম টোলে লিখেছেন, তারা যখন কেপ ওয়ার্ডে পৌঁছলেন, সেখানে ভাস্কো ডা গামার জাহাজ আগে থেকেই দাঁড়িয়ে ছিল। জাহাজের ডেকে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ধরে যেন প্রাণ এল পাওলো আর কোয়েলোর।

তারা বিউগল বাজিয়ে আর তোপ দেগে সেই পুনর্মিলন উদযাপন করলেন।

মি. টোলে আরও লিখেছেন, বেশ কয়েক মাস ধরে চলার পরে ভাস্কো ডা গামা আর তার সহযাত্রীরা সেন্ট হেলেনায় পৌঁছলেন। সেখানকার কিছু বাসিন্দা ভাস্কো ডা গামার দলবলের ওপরে হামলা করে। ভাস্কো ডা গামার গায়েও তীর লেগেছিল, যদিও কারও মৃত্যু হয় নি।

ভাস্কো ডা গামার দল তিনটি জাহাজে আরও বেশ কিছুদিন যাত্রা করার পরে আরও একটা বড় ঝড়ের সম্মুখীন হল।

সেটা এতটাই ভয়ঙ্কর ছিল যে জাহাজের ডেক পুরো জলে ডুবে গিয়েছিল। হাওয়ার বেগ এতটাই ছিল যে নাবিকরা যাতে উড়ে না যান, সেজন্য নিজেদের দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছিলেন।

হাওয়া আর জলের স্রোতে মনে হচ্ছিল যেন জাহাজটা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। নাবিকরাও ঘাবড়িয়ে গিয়ে ভাস্কো ডা গামার কাছে পর্তুগালে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করতে থাকলেন।

কিন্তু নাবিকদের কথা মানতে চান নি ভাস্কো ডা গামা। তার স্পষ্ট কথা ছিল, হয় আমরা ভারতে যাব, নাহলে এখানেই মরব।

আরেকজন ইতিহাসবিদ সঞ্জয় সুব্রহ্মনিয়াম দ্য কেরিয়ার অ্যান্ড লিজেন্ড অফ ভাস্কো ডা গামা' বইতে লিখেছেন, যখন ঝড় কিছুটা কমল তখন তিনটে জাহাজ ধীরে ধীরে কিন্তু একসঙ্গেই চলতে শুরু করে।

'সৈন রাফেল'এর নাবিকরা অন্য দুটি জাহাজ - 'সৈন গ্যাব্রিয়েল' আর 'সৈন মিগুয়েল'এর নাবিকদের উস্কানি দিতে লাগল যাতে তারা ক্যাপ্টেনদের আদেশ পালন না করেন।

এই বিদ্রোহ থামাতে ভাস্কো ডা গামা সব নাবিককে আটক করে দেন আর তাদের বলা হয় যে যতক্ষণ পর্তুগালে ফিরে না যাওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ সবাইকে বেড়ি পড়িয়ে বেঁধে রাখা হবে।

ভাস্কো ডা গামার এই পদক্ষেপ বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে থামিয়ে দেয়, লিখেছেন মি. সুব্রহ্মনিয়াম।

মালিন্ডির রাজা স্বাগত জানালেন ভাস্কো ডা গামাকে

প্রবল ঝড়ে তিনটে জাহাজেরই প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। বেশ কিছু জায়গায় জাহাজ ফুটোও হয়ে গিয়েছিল।

খাবার জলেরও অভাব দেখা দিচ্ছিল জাহাজে। রান্নার জন্য সমুদ্রের জল ব্যবহার করতে হচ্ছিল।

দিন দশেক পরে ভাস্কো ডা গামার দল তিনটে জাহাজ নিয়ে একটা বড় নদীর মোহনায় পৌঁছান। সেখানেই তিনি নোঙ্গর করার সিদ্ধান্ত নেন।

তিনটে জাহাজই ভালো করে পরীক্ষা করা হল। দেখা গেল 'সৈন মিগুয়েল' আর এগিয়ে যাওয়ার অবস্থায় নেই।

তাই সেটিকে সেখানেই ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ওই নাবিকদের বাকি দুটি জাহাজে তুলে নেওয়া হল।

মার্চ মাসের শেষ নাগাদ ভাস্কো ডা গামা আফ্রিকার মোজাম্বিক বন্দরে পৌঁছান। কিন্তু সেখানকার শেখের বিরূপ মনোভাব দেখে তারা এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

সমুদ্র তীর ধরে চলতে চলতে ভাস্কো ডা গামা পৌঁছান কাছেই মালিন্ডির উপকূলে। সেখানকার রাজা ভাস্কো ডা গামাকে স্বাগত জানান।

রাজা নিজেই এসেছিলেন ভাস্কো ডা গামার জাহাজে। একটা চেয়ার দিয়ে ভাস্কো ডা গামা রাজাকে বসতে বলেন। এক আফ্রিকান ক্রীতদাস দোভাষীর কাজ করছিলেন।

রাজার কাছে যখন ভাস্কো ডা গামা এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন, তখন রাজা বললেন পরের তিন মাস তার ওখানেই অপেক্ষা করা উচিত, তারপরে সমুদ্রের হাওয়া অনুকূল হবে যাতে তিনি ভারতের দিকে এগোতে পারবেন।

ভাস্কো ডা গামা ওই সময়টা জাহাজের মেরামতির জন্য ব্যবহার করলেন। জাহাজে খাওয়ার জল ভরা হল, মাংস, সবজি আর ফল ভরা হল যা পরবর্তী সফরে কাজে লাগে।

দেখা গেল ভারতের তটরেখা

অগাস্টের ছয় তারিখ ভাস্কো ডা গামা মালিন্ডি থেকে রওনা হয়েছিলেন। ততদিন পর্যন্ত তিনি তীর ধরেই এগোচ্ছিলেন। কিন্তু এবার তাকে প্রথমবারের মতো গভীর সমুদ্রে পড়তে হল।

এর মধ্যেই তিনি মালিন্ডি থেকে সঙ্গে নেওয়া কয়েকজন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের কাছ থেকে দোভাষীর মাধ্যমে ভারত সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলেন।

প্রায় ১৯ দিন পরে মালিন্ডি থেকে জাহাজে ওঠা এক পাইলট ভাস্কো ডা গামার সামনে এসে বললেন, ক্যাপ্টেন, আমার মনে হচ্ছে ভারতের তট বেশ কাছেই এসে গেছে। হয়তো আমরা কাল সকালেই তটরেখা দেখতে পাব।

সেই রাতে ভাস্কো ডা গামা ঠিকমতো ঘুমোতে পারেন নি।

ঐতিহাসিক জর্জ এম টোলে লিখছেন, সঙ্গীসাথীদের নিয়ে খুব সকালেই ভাস্কো ডা গামা জাহাজের ডেকে চলে এসেছিলেন। তার দৃষ্টি ছিল পুব দিকে, যাতে তটরেখাটা তার চোখেই পড়ে।

তখনই নাবিকদের মধ্যে শোরগোল পড়ে গেল, 'তট দেখা যাচ্ছে, তট দেখা যাচ্ছে' বলে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই জাহাজের পাইলট ভাস্কো ডা গামার সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে পূর্বদিকে আঙ্গুল তুলে কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, ক্যাপ্টেন, ওই যে ভারতের তটরেখা।

সেখানে হাজির সব নাবিকদের চোখে মুখে তখন আনন্দ, অনেকেই কাঁদছেন।

ভাস্কো ডা গামা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন। তার সঙ্গীরাও তাকে অনুসরণ করল।

জাহাজ ঘিরে ফেলল স্থানীয়দের নৌকা

উপকূলের বাসিন্দারা যখন দেখল যে একটা জাহাজ নোঙর করেছে, তখন জেলেরা তাদের নৌকা নিয়ে জাহাজের কাছে চলে এল।

তারাই জানিয়েছিল যে সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে আরও ১২ মাইল দূরে কালিকট।

ভাস্কো ডা গামা দূর থেকেই কালিকটের গম্বুজ আর মিনারগুলো দেখতে পাচ্ছিলেন।

পরের দিন সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ কিছু নৌকা ভাস্কো ডা গামার জাহাজ দুটো ঘিরে ফেলল।

সেই নৌকাগুলিতে কৃষ্ণাঙ্গ ভারতীয়রা সওয়ার ছিল। তারা খালি গায়ে থাকলেও শরীরের নিম্নাংশ নানা রঙের কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল।

তারা এটা জানতে চাইছিল যে কারা এসেছে জাহাজে চেপে, আর কেনই বা এসেছে। ওই নৌকাগুলির মধ্যে কিছু নৌকা ছিল জেলেদের।

ভাস্কো ডা গামা তাদের দেখতে পেয়েই নৌকায় থাকা মাছ কিনে নিতে চাইলেন। কিছু লোক ততক্ষণে কালিকটে গিয়ে সেখানকার রাজা জমোরিনকে জানিয়েছে যে, কিছু অজানা লোক এসে পৌঁছেছে কূলে।

রাজা তাদের আদেশ দিলেন যে কিছু ডুমুর, নারকেল আর মুর্গি নিয়ে ওই জাহাজে ফিরে যেতে। আগন্তুকদের ব্যাপারে যতটা যা জানা যায়, সেই চেষ্টা করতে বললেন রাজা।

রাজার জন্য উপহার নিয়ে হাজির হলেন ভাস্কো ডা গামা

বেশ কয়েক দিন শলা পরামর্শ করার পরে ভাস্কো ডা গামা ঠিক করলেন যে তিনি রাজা জমোরিনের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন।

উপহার দেওয়ার জন্য সঙ্গে করে লাল কাপড়, মখমল, হলুদ সাটিনের কাপড়, ৫০টি টুপি, ৫০ টা হাতির দাঁতের তৈরি চাকু আর দামী কাপড় দিয়ে মোড়া একটা চেয়ার নিলেন ভাস্কো ডা গামা।

ইতিহাসবিদ সঞ্জয় সুব্রহ্মনিয়াম লিখছেন, ভাস্কো ডা গামা নীল সাটিনের কাপড়ের একটা গাউন পরেছিলেন। তার কোমরে বেল্টে বাঁধা ছিল সোনার হাতল লাগানো একটা ছোরা।

মাথায় পরেছিলেন নীল মখমলের টুপি, যার ওপরে সাদা পালক ছিল। পায়ে ছিল সাদা রঙের জুতো। সামনে ১২ জন রক্ষী চলছিল। তাদের হাতে ছিল রাজার জন্য নানা উপহার। তাদেরও সামনে কয়েকজন নাবিক বিউগল বাজিয়ে চলেছিলেন।

চারদিকে এত ভিড় জমেছিল আগন্তুকদের দেখার জন্য যে ভাস্কো ডা গামাকে কোনওরকমে পদপিষ্ট হওয়া থেকে বাঁচানো গিয়েছিল।

তখন ভাস্কো ডা গামার মনে হচ্ছিল, ইশ, যদি পর্তুগালের মানুষ দেখতে পেত যে কীভাবে তাকে ভারতে স্বাগত জানানো হচ্ছে!

ভাস্কো ডা গামা রাজা জমোরিনের সামনে পৌঁছে তিনবার মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান প্রদর্শন করলেন।

রাজা তার পাশে রাখা চেয়ারের দিকে দেখিয়ে ভাস্কো ডা গামাকে ইশারায় সেখানে বসতে বললেন। অতিথির সামনে রাখা হল ডুমুর, কলা আর কাঁঠাল। ফল খাওয়ার পরে পর্তুগালের মানুষদের তৃষ্ণা পেল। জর্জ এম টোলে লিখেছেন, তাদের বলা হল যে ঠোঁট না লাগিয়ে পাত্র থেকে জল খেতে হবে। তাদের হাতের তালুতে জল ঢেলে দেওয়া হয়, সেখান থেকেই তারা জল পান করেন। পর্তুগালের মানুষরা যখন ওইভাবে জল পান করছিলেন, কয়েকজন গলায় জল আটকে বিষম খেলেন। কয়েকজনের পোশাকেও জল পড়ে গেল। এই দৃশ্য দেখে জমোরিন হাসতে থাকেন।

মি. টোলে আরও লিখেছেন, ভাস্কো ডা গামা জমোরিনকে উদ্দেশ্য করে বলেন 'আপনি মহান, সবথেকে শক্তিশালী রাজাদের একজন আপনি। সবাই আপনার পায়ের তলায়। পর্তুগালের রাজা আপনার মহান কীর্তির কথা শুনেছেন।

আপনার বন্ধুত্ব পাওয়ার জন্য আমার মাধ্যমে বার্তা পাঠিয়েছেন তিনি। আপনি যদি চান তাহলে আরও জাহাজ আসবে সেখান থেকে আর আপনার মহত্ত্বের কাহিনী জেনে তারা দেশে ফিরে যাবে। আমাদের সম্পর্কের ফলে কালিকটের বাণিজ্যও বাড়বে।

রাজা জমোরিন এর জবাবে বলেন, আপনি এখান থেকে যা নিতে চান সবই নিয়ে যেতে পারেন। আপনার সঙ্গে আসা মানুষরা শহরে গিয়ে মনোরঞ্জনও করতে পারেন। কেউ তাদের বিরক্ত করবে না।

রাজা জমোরিন ভাস্কো ডা গামাকে বেশ কিছু প্রশ্ন করেন, যেমন পর্তুগাল কত দূরে? ওই দেশটি কত বড়? সেখানে কি কি ফসল হয়? তাদের কাছে কতগুলো জাহাজ আছে? সেখানকার সেনাবাহিনী কত বড়? ভাস্কো ডা গামা সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন।

রাজপ্রাসাদ থেকে যখন বাইরে বেরোলেন ভাস্কো ডা গামা, তখন তুমুল বৃষ্টি নামল। কোনও মতে একটা ঘোড়া যোগাড় করা হল, কিন্তু সেটার ওপরে কোনও গদি বা জিন কিছুই ছিল না। তাই ভাস্কো ডা গামা ঘোড়ায় না চেপে বৃষ্টিতে ভিজেই হেঁটে হেঁটে ফেরার পথ ধরলেন।

কালিকটে কয়েক মাস কাটিয়ে ১৪৯৮ সালের নভেম্বর মাসে পর্তুগালে ফেরার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। ততদিনে ১৯ মাস কেটে গেছে।

কালিকট থেকে ভাস্কো ডা গামা গোয়া গেলেন।

সেখানে রাত্রিবেলার ভাস্কো ডা গামার জাহাজেও ওপরে হামলা চালানোর চেষ্টা হয়। কিন্তু ভাস্কো ডা গামা আর তার সঙ্গীরা সেই হামলা প্রতিহত করেন। পর্তুগালের ফেরার পথে ভাস্কো ডা গামা আবারও মালিন্ডিতে থেমেছিলেন।

রাজা আবারও তার জন্য জাঁকজমকের মাধ্যমে স্বাগত জানান ভাস্কো ডা গামাকে।

সেখানে ১২ দিন কাটিয়ে পর্তুগালের দিকে রওনা হন ভাস্কো ডা গামা। যখন তার জাহাজ কেপ ওয়ার্ডে পৌঁছাল তখনই অসুস্থ হয়ে পড়লেন তার ভাই পাওলো।

পরের দিন মারা গেলেন পাওলো। সেখানই ভাস্কো ডা গামা ভাইয়ের অন্তিম সংস্কার করেন।

ভাস্কো ডা গামা পর্তুগালে পৌঁছানোর আগেই তার সফল অভিযানের খবর সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল।

যখন ভাস্কো ডা গামার জাহাজ বন্দরে পৌঁছল, তখন গোটা শহর তাকে সম্মান জানাতে সেখানে হাজির ছিল।

দূর থেকেই তিনি শুনতে পেলেন দুবার তোপ দাগার আওয়াজ। জাহাজ আরও কাছে আসতেই বন্দর থেকে বারে বারে তোপ দেগে স্বাগত জানানো হল তাকে।

জাহাজ থেকে ভাস্কো ডা গামা নামতেই সবার চোখে পড়ল যে তার দাড়ি খুব বড় হয়ে গেছে, চেহারাতেও বিষণ্ণতার ছাপ। তিনি রাজপ্রাসাদে পৌঁছানোর পরে রাজা এমানুয়েল সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে তাকে স্বাগত জানালেন।

ভাস্কো হাঁটু মুড়ে বসে রাজার হাত চুম্বন করলেন, কিন্তু রাজা এমানুয়েল তাকে উঠিয়ে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন।

ভাস্কো ডা গামার অভিযান প্রায় আড়াই বছর চলেছিল। যখন তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন, তখন তার দলে ছিল ১০০ জন নাবিক, কিন্তু ফেরার সময়ে সেই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছিল জনা তিরিশেকে।

তিনি যখন যাত্রা শুরু করেছিলেন, তখন তার জাহাজটা ছিল আনকোড়া নতুন, কিন্তু ফেরার পরে সেটা খুব পুরণো হয়ে গিয়েছিল।

এত বড় সামুদ্রিক অভিযানে রওনা হওয়ার অযোগ্য হয়ে গিয়েছিল জাহাজটা।

ভাস্কো ডা গামার দলের সঙ্গী সাথীদের পুরস্কার স্বরূপ প্রচুর ধনরত্ন দেওয়া হয়েছিল, তাদের পত্নীদের প্রত্যেককে পাঁচ কেজি করে মশলা দেওয়া হয়েছিল।

মৃত নাবিকদের পরিবারকে পুরো বেতন আর ভারত থেকে নিয়ে আসা নানা দ্রব্য দেওয়া হয়। ভাস্কো ডা গামাকে রাজা এমানুয়েল 'ডন' উপাধি দিয়েছিলেন এবং তার জন্য পেনশনেরও ব্যবস্থা হয়েছিল।

তাকে সাইনিস গ্রামের 'লর্ড' হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ওই গ্রামেই ভাস্কো ডা গামার জন্ম হয়েছিল। ধীরে ধীরে তার সুনাম গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। তাকে কলম্বাসের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখা হতে থাকে তাকে। এরপর ১৫০২ সালে ভাস্কো ডা গামা আরও একবার কালিকটে এসেছিলেন।

এরপর আবার ১৫২৪ সালে তাকে 'ভাইসরয়' পদ দিয়ে তাকে কালিকটে পাঠানো হয়। সেবছরই কোচিনে তার মৃত্যু হয়। তার ১৪ বছর পরে তার পার্থিব শরীর পর্তুগালে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে রাজকীয় সম্মান নিয়ে তাকে দাফন করা হয়।

তিন শতাধিক চরমপন্থীর আত্মসমর্পণ, বাংলাদেশে যেভাবে টিকে আছে সর্বহারা

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে রোববার সিরাজগঞ্জে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিন শতাধিক চরমপন্থি সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়নের কর্মকর্তারা জানিয়েছে, এরা সবাই সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, বগুড়া, কুষ্টিয়া, পাবনা ও মেহেরপুর এবং রাজবাড়ী জেলার সর্বহারা বা বিভিন্ন চরমপন্থি দলের সদস্য। র‍্যাবের আয়োজনে সিরাজগঞ্জ জেলা স্টেডিয়ামে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে তারা দুই শতাধিক অস্ত্রশস্ত্রও জমা দিয়েছে। এসব বাহিনীর মধ্যে রয়েছে এলএম লাল পতাকা বাহিনী, জনযুদ্ধ ও সর্বহারা পার্টির লোকজন। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, প্রশিক্ষণ, আইনগত সহায়তার মাধ্যমে এই চরমপন্থিদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে। র‍্যাব ১২ অধিনায়ক অতিরিক্ত ডিআইজি মারুফ হোসেন বলেছেন, এই চরমপন্থিরা সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে চান বলে সোর্সের মাধ্যমে র‍্যাবের সাথে যোগাযোগ করেছেন। তারা যে ভুল পথে ছিলেন, তা থেকে স্বাভাবিক পথে ফিরে আসতে চান। তারা সুস্থ পথে ফিরে এলে এই এলাকার অপরাধ অনেক কমে যাবে। যারা আত্মসমর্পণ করছেন, তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হবে, বলেন মি. হোসেন।' তবে যাদের বিরুদ্ধে খুন, ধর্ষণ বা অগ্নিসংযোগের মতো অপরাধের অভিযোগ রয়েছে, তাদের বিচারের মুখোমুখি হতে হবে।

অন্য ছোটখাটো মামলাগুলোকে সাধারণ ক্ষমার আওতায় নিয়ে আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হবে। সর্বশেষ ২০১৯ সালে ছয় শতাধিক সর্বহারা বা চরমপন্থি দলের সদস্য আত্মসমর্পণ করেছিল। এর আগে ১৯৯৯ সালে দুই হাজার চরমপন্থি আত্মসমর্পণ করেছিল। বাংলাদেশে স্বাধীনতার পরপরই সিরাজগঞ্জ, পাবনা, বগুড়া, মেহেরপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, রাজবাড়ী এলাকায় ঘাটি তৈরি করেছিল বামপন্থী চরমপন্থিরা। মার্কসলেনিন বা মাওবাদী আদর্শের নামে সেই সময় ওই এলাকায় ১৫টির বেশি সংগঠন ছিল। তাদের নিজেদের মধ্যে যেমন সহিংসতা হতো, তেমনি সাধারণ অনেক মানুষ এসব বাহিনীর হাতে প্রাণ হারিয়েছেন। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে রোববার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, আশির দশকে এই এলাকার (সিরাজগঞ্জ) কয়েকটি জেলায় যোগাযোগ ব্যবস্থা খারাপ থাকায় সর্বহারা ও চরমপন্থিরা ঘাটি তৈরি করেছিল। কিন্তু ১৯৯৯ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে অনেকে আলোর পথে ফিরে আসে। যারা আত্মসমর্পণ করছেন, তাদের আর্থিক সহযোগিতা থেকে সবরকম সহায়তা করা হবে বলে তিনি জানান। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন, কিন্তু কেউ যদি মনে করেন আমরা দুর্গম এলাকায় বসে থাকব, অপরাধ করব আর আপনারা ধরতে পারবেন না, তাহলে তারা বোকার স্বর্গে বাস করছেন। গত দুই দশক ধরে দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলের চরমপন্থিদের দমন করতে একাধিক অভিযান চালানো হয়েছে। এতে এসব দলের শীর্ষ অনেক নেতা নিহত হয়েছেন। বিশেষ করে র‍্যাব গঠন হওয়ার পর নিয়মিত অভিযান চালানো শুরু হলে এসব দলের অনেক নেতা আত্মগোপনে চলে যান। র‍্যাব কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নানা নামে এসব সংগঠন চাঁদাবাজি, হত্যা, ডাকাতির মতো নানা অপরাধ করছে। গত ২০ বছরে পাবনা ও সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া এলাকায় এসব সংগঠনের হাতে তিনশোর বেশি মানুষের প্রাণহানি হয়েছে। বাংলাদেশে বামপন্থী চরমপন্থি সংগঠনগুলোর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে থাকেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক আবুল কাশেম ফজলুল হক। তিনি বলেন, অনেক বছর ধরেই বাংলাদেশে আন্ডারগ্রাউন্ডে হলেও তারা সক্রিয় আছে। বাংলাদেশ সরকার কঠোর দমন নীতি নিয়ে তাদের দমন করার চেষ্টা করেছে। তবে শুধু শাস্তিমূলক ব্যবস্থা দিয়ে এ সমস্যার সমাধান করা যাবে না। কী কারণে তারা এর সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ছে, সেটা বের করা দরকার।' পাবনার স্থানীয় সাংবাদিক আহমেদ হুমায়ুন জানিয়েছেন, গত এক দশক ধরে প্রকাশ্যে না হলেও গোপনে একাধিক চরমপন্থি দলের সক্রিয় থাকার তথ্য শোনা যায়। বিশেষ করে পাবনা ও সিরাজগঞ্জের দুর্গম বিল বা চরাঞ্চল, টাঙ্গাইলের জঙ্গল এলাকাগুলো এদের তৎপরতা বেশি। মাঝে মাঝে নানা সংগঠনের ব্যাপারে হামলা বা চাঁদা চাওয়ার অভিযোগও ওঠে। সহজে অর্থ লাভের আশায় প্রত্যন্ত এলাকাগুলোর অনেক বাসিন্দা এসব সংগঠনের সাথে জড়িয়ে পড়ছে। অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক বলছেন, সাধারণত চরমপন্থিরা একটা আদর্শগত বিশ্বাস থেকে এ জাতীয় কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত হয়। কিন্তু সেই আদর্শগত জায়গায় এখন অনেক ভাটা পড়েছে। সেখান থেকে সরে তারা চাঁদাবাজি, খুনখারাবির মতো নানারকম অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়েছে, যার মাধ্যমে তারা টাকাপয়সা অর্জন করতে পারে, বলেন তিনি।

কুষ্টিয়া, টাঙ্গাইল ও সিরাজগঞ্জের সাংবাদিকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, এসব জেলায় খুব ছোট আকারে হলে বিভিন্ন চরমপন্থি বাহিনীর নামে চাঁদাবাজি বা ডাকাতি রকরা হয়। এসব বাহিনীর কাছে আদর্শগত বিষয় আর প্রাধান্য পায় না। বরং তারা নানারকম অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে পড়েছে। তবে যশোরে একসময় এরকম বাহিনীর আধিপত্য থাকলেও গত কয়েক বছরে সেখানে তাদের নামে কোন কর্মকাণ্ডের কথা শোনা যায়নি। বাংলাদেশে গত কয়েক বছরে এসব চরমপন্থি বাহিনীর কর্মকাণ্ডের কথা খুব বেশি শোনা না গেলেও, হঠাৎ একসাথে এতজন ব্যক্তির আত্মসমর্পণ করতে

আসাটা কিছুটা অস্বাভাবিক বলে মনে করেন বিশ্লেষকদের কেউ কেউ। বাংলাদেশে বামপন্থী বা চরমপন্থিদের কর্মকাণ্ড নিয়ে কয়েকটি বই লিখেছেন লেখক ও গবেষক মহিউদ্দিন আহমেদ। তিনি বিষয়টিকে 'একটু অস্বাভাবিক' বলে বর্ণনা করেছেন। বিবিসিকে তিনি বলেছেন, পাবনা, সিরাজগঞ্জ এলাকায় সত্তরের দশকে কিছু বামপন্থী দল থাকলেও এখন আর তারা নেই। অনেকেই দলছুট হয়ে চুরিডাকাতির মতো কাজ করতে শুরু করে। তাদের চরমপন্থি বলা যাবে না, তারা আসলে ক্রিমিনাল। অনেকদিন ধরেই ওই এলাকা মোটামুটি শান্ত। হঠাৎ করে এটা (একসঙ্গে এতজনের আত্মসমর্পন) করাকে অনেকটা পাবলিসিটি স্ট্যান্ড বলা যেতে পারে,''তিনি বলছেন। ২০০৪ সালে র‍্যাব গঠন হওয়ার পর থেকে তারা পুরোদমে চরমপন্থিদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে। সেই সময় দক্ষিণপশ্চিমের জেলাগুলোয় র‍্যাব ও পুলিশের হাতে বিভিন্ন চরমপন্থি দলের কয়েকশো সদস্য নিহত হয়। এসব বাহিনী দাবি করেছে, তারা ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলোর মধ্যে রয়েছে ২০০৫ সালে ঢাকা থেকে পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মোফাখখার চৌধুরীর 'ক্রসফায়ার', ২০০৮ সালে নিষিদ্ধ সংগঠন পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (এম এল জনযুদ্ধ) নেতা আব্দুর রশীদ মালিথা বা দাদা তপন। একই বছরে আরও নিহত হয়েছিলেন পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল লাল পতাকা) নেতা ডা. মিজানুর রহমান টুটুল।চরমপন্থী সংগঠনগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত কয়েকজন নেতা নিহত হওয়ার পর থেকে ওইসব সংগঠনের প্রকাশ্য তৎপরতা খুব একটা দেখা যায়নি।

সম্পাদকীয়

এফ১৬ যুদ্ধবিমান সম্পর্কে সতর্ক করে দিলো রাশিয়া

ইউক্রেনীয় পাইলটদের উন্নত এফ১৬ যুদ্ধবিমান চালানোর প্রশিক্ষণের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে রাশিয়া সতর্ক করে দিয়েছে। মস্কো জানিয়েছে, ক্রাইমিয়ার উপর হামলাকেও রুশ ভূখণ্ডের উপর হামলা হিসেবে বিবেচনা করা হবে। রাশিয়ার হামলার মোকাবিলা করতে ইউক্রেনকে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও সামরিক সরঞ্জাম দিয়ে আসছে পশ্চিমা বিশ্ব ও অন্যান্য সহযোগীরা। তবে সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়তে 'লাল রেখা' অতিক্রম করতে চাইছে না অনেক দেশ। সেই 'লাল রেখা' অবশ্য ক্রমেই সরে চলেছে। ক্ষেপণাস্ত্র, ব্যাটেল ট্যাংকের পর এবার উন্নত এফ১৬ বোমারু বিমান ইউক্রেনের হাতে তুলে দেবার প্রশ্নে দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলছেন অনেক পশ্চিমা দেশের নেতা। সরাসরি এমন বিমান সরবরাহের প্রতিশ্রুতি না দিলেও এমন বিমান চালাতে ইউক্রেনের পাইলটদের প্রশিক্ষণের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। রাশিয়া পশ্চিমা বিশ্বের

এমন সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছে। ওয়াশিংটনে নিযুক্ত রুশ রাষ্ট্রদূত অনাতোলি আন্টোনভ বলেন, ইউক্রেনকে এফ১৬ বোমারু বিমান সরবরাহ করলে এই সংকটে ন্যাটো জড়িয়ে পড়ছে কিনা, সেই প্রশ্ন উঠে আসবে। কারণ ইউক্রেনে এফ১৬ চালানোর কোনো অবকাঠামো নেই। তাছাড়া প্রয়োজনীয় সংখ্যায় পাইলট ও রক্ষাণাবেক্ষণের কর্মীরও অভাব রয়েছে। আন্টোনভ প্রশ্ন তোলেন, ''বিদেশি 'স্বেচ্ছাসেবী'দের নিয়ন্ত্রণে ন্যাটোর বিমান ঘাঁটি থেকে মার্কিন ফাইটার উড়াল শুরু করলে কী হবে?'' সোমবার ভোরে রুশ দূতাবাসের টেলিগ্রাম চ্যানেলে রাষ্ট্রদূতের এই মন্তব্য প্রকাশিত হয়। ব্রিটেনসহ ইউরোপের কিছু দেশের পর শুক্রবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এফ১৬ বোমারু বিমান চালাতে ইউক্রেনীয় পাইলটদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি বাইডেনকে আশ্বাস দিয়েছেন, যে এমন বিমান হাতে পেলে তাঁর দেশ রাশিয়ার ভূখণ্ডের উপর হামলা চালাবে না। ওয়াশিংটনে রুশ রাষ্ট্রদূত আন্টোনভ অবশ্য বলেছেন, যে ২০১৪ সালে অধিকৃত ক্রাইমিয়া উপদ্বীপে ইউক্রেনের যে কোনো হামলাকে রাশিয়ার ভূখণ্ডে হামলা হিসেবে বিবেচনা করা হবে। তাঁর মতে, এমন ঘটনা ঘটলে রাশিয়ার জবাব সম্পর্কে অ্যামেরিকাকে সম্পূর্ণ সচেতন থাকতে হবে। উল্লেখ্য, এর আগে রাশিয়ার উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলেক্সান্ডার গ্রুশকোও মারাত্মক ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। আপাতত ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক ও পর্তুগাল ইউক্রেনকে এফ১৬ বিমান সরবরাহ করতে এক কোয়ালিশন গঠন করেছে। মার্কিন প্রশাসন সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র দিতে সম্মত হয়েছে। তবে সবার আগে ইউক্রেনীয় পাইলটদের প্রশিক্ষণের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। তারপর বিমান সরবরাহের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। অর্থাৎ কোন কোন দেশ কোন সময়ে কত সংখ্যক বিমান হস্তান্তর করবে, সে বিষয়ে এখনো কোনো স্পষ্ট সিদ্ধান্তের আভাস নেই। ইউক্রেন অবশ্য প্রশিক্ষণের সিদ্ধান্তেই সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। পাইলট প্রশিক্ষণের পর ইউক্রেনকে এফ১৬ যুদ্ধবিমান সরবরাহের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও সেই বিমান হস্তান্তর ও মোতায়েন করতে অনেক সময় লাগবে বলে সামরিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। তবে এমন সম্ভাবনা এখন থেকেই রাশিয়ার নেতাদের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দিচ্ছে, সে বিষয়ে কোনো সংশয় নেই।

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে যে অধ্যাপকের ভবিষ্যদ্বাণী এখন বাস্তব

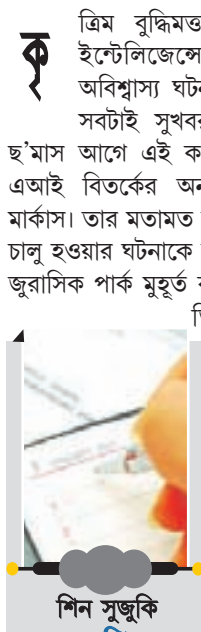

শিন সুজুকি
প্রাবন্ধিক

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের জগতে কিছু অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটছে, এবং তার সবটাই সুখবর নয়, আজ থেকে ছ'মাস আগে এই কথাগুলো লিখেছিলেন এআই বিতর্কের অন্যতম কণ্ঠস্বর গ্যারি মার্কাস। তার মতামত অনুযায়ী, চ্যাটজিপিটি চালু হওয়ার ঘটনাকে কম্পিউটার মেশিনের জুরাসিক পার্ক মুহূর্ত বলে বর্ণনা করা যায়। তিনি বলছেন হলিউডের পরিচালক স্টিভেন স্পিলবার্গের ঐ ছায়াছবির ঘটনার মতোই পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। যখন আমি ঐ নিবন্ধটি লিখেছিলাম, লোকে মনে হয় ভেবেছিল আমি হয় পাগল, নয়তো শুধু শুধু আতঙ্ক ছড়াচ্ছি, বিবিসির সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলছিলেন গ্যারি মার্কাস। কিন্তু ২০২৩ সালে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই'এর গুরুতর সমস্যাগুলি প্রসারিত হতে শুরু করে বেলজিয়ামের এক ব্যক্তি, যিনি নিয়মিত এলিজা নামের একটি এআই চ্যাটবটের সাথে নিয়মিত কথাবার্তা চালাতেন, গত মার্চ মাসে তিনি আত্মহত্যা করেন।

লোকটির স্ত্রী জোর দিয়ে বলছেন, ঐ এআই প্রোগ্রামের সাথে তার স্বামীর যোগাযোগই তাকে নিজের জীবন শেষ করতে বাধ্য করেছে। বেলজিয়াম সরকার মনে করছে, ঘটনাটি এমন একটি নজির যাকে অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহারের বিপদ এমন একটি বাস্তবতা যা অবশ্যই বিবেচনা করা প্রয়োজন।

চার মাস আগে প্রযুক্তিবিষয়ক ওয়্যারড ম্যাগাজিনের নিবন্ধে মি. মার্কাস যে সম্ভাব্য পরিস্থিতি তুলে ধরেছিলেন, তা ছিল ঃ সম্ভবত একটি চ্যাটবট কাউকে এমন কঠিনভাবে আঘাত করবে যে ঐ ব্যক্তি নিজের জীবন শেষ করে দিতে চাইবে ... ২০২৩ সালে আমরা হয়তো প্রথমবারের মতো কোন চ্যাটবটের হাতে হত্যার ঘটনাও দেখতে পারি।

আমার মনে হয় এআই সিস্টেমগুলি খুব ধ্বংসাত্মক হতে পারে। এবং এই ধ্বংসাত্মক সম্ভাবনার একটা কারণ হলো যে তারা নির্ভরযোগ্য নয়। এই প্রোগ্রামগুলি কিছু একটা তৈরি করতে পারে এবং ব্যবহারকারীকে বলতে পারে যে সেটাই আসলে সত্যি। এবং এই উদ্দেশ্যে মানুষ সেগুলোর অপব্যবহারও করতে পারে, বলছিলেন মি. মার্কাস।

এখন যেসব এআই সিস্টেম রয়েছে সেগুলোর নিয়ন্ত্রণ খুব একটা ভাল নয়। তবে পরিস্থিতি এখনও তেমনটা ভয়ঙ্কর না। তবে ইউজাররা আরও বেশি করে এসব চ্যাটবটের ক্ষমতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এবং আমরা এখনও জানি না যে এই সিস্টেমগুলি কী পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।

সাতটি কালো ভবিষ্যত্বাণী

গত বছর মি. মার্কাস চ্যাটজিপিটি'এর মতো সিস্টেমগুলি সম্পর্কে সাতটি ভয়ানক ভবিষ্যত্বাণী সংকলন করেছিলেন, যার মধ্যে রয়েছে প্রোগ্রামটির নতুন সংস্করণ যেটি হবে কাঁচের দোকানে ষাঁড় ঢুকে পড়ার মতো ধ্বংসাত্মক, বেপরোয়া এবং নিয়ন্ত্রণহীন।

প্রোগ্রামটি কিছু ভয়ঙ্কর ভুল করবে, এবং করবে এমনভাবে যা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন।

গত মার্চের শেষের দিকে একটি অদ্ভুত ঘটনা মিডিয়ার নজরে এসেছিল। এক ব্যক্তি চ্যাটজিপিটির কাছে জানতে চেয়েছিল যৌন হয়রানির সাথে জড়িত কিছু শিক্ষকের নাম। জবাবে চ্যাটজিপিটি যে তালিকা দিয়েছিল তাতে আমেরিকার একজন আইনের অধ্যাপক জোনাথন টার্লির নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। এআই প্রোগ্রামটি উল্লেখ করেছিল, অধ্যাপক টার্লি অ্যালাস্কা ভ্রমণের সময় একজন ছাত্রীর প্রতি যৌন ইঙ্গিতমূলক মন্তব্য করেছিলেন এবং তাকে স্পর্শ করার চেষ্টা করেছিলেন। চ্যাটজিপিটি প্রমাণ হিসেবে ২০১৮ সালে ওয়াশিংটন পোস্টের একটি প্রতিবেদনকে উদ্ধৃত করেছিল।

কিন্তু বাস্তব সত্য হলো এসব ঘটনার কিছুই ঘটেনি, অ্যালাস্কায় কোন সফর হয়নি, ওয়াশিংটন পোস্টে এনিয়ে কোন রিপোর্ট ছাপা হয়নি, এমনকি যৌন হয়রানির কোন অভিযোগও ওঠেনি। পুরো ব্যাপারটা ঐ এআই রোবট নিজে থেকে বানিয়ে দিয়েছে।

এই ঘটনায় চ্যাটজিপিটির মালিক প্রতিষ্ঠান ওপেনএআই এক বিবৃতি দিয়ে বলেছে, তাদের প্রোগ্রামটি সবসময় সঠিক জবাব তৈরি করতে পারে না।

মি. মার্কাস মনে করছেন, এই প্রোগ্রামগুলি যে সঠিকভাবে কাজ করবে, এমনকি সঠিকভাবে গাণিতিক গণনা করবে, এমন কোন গ্যারান্টি এখনও আমাদের কাছে নেই।

কখনও কখনও তাদের জবাব সঠিক হয়, আবার কখনও কখনও হয় না। এক্ষেত্রে আমি নিয়ন্ত্রণ এবং নির্ভরযোগ্যতার অভাব দেখতে পাই।

আপনার হাতের সাধারণ ক্যালকুলেটর যে

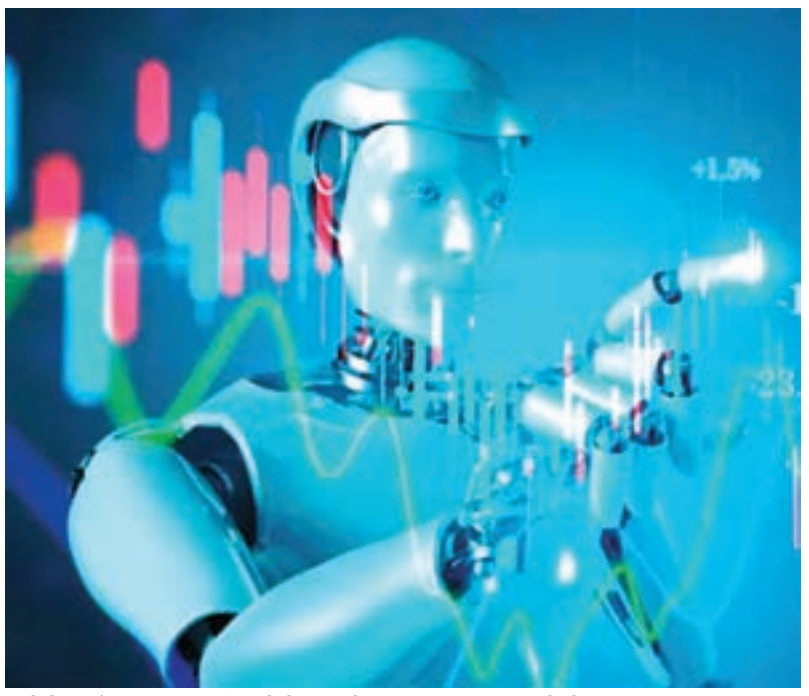

গাণিতিক উত্তর দেয় সেটা নিশ্চিত। কিন্তু বড় কম্পিউটার ভাষার মডেলগুলি তা করতে পারে না।

এর মাধ্যমে চ্যাটজিপিটির পেছনে সক্রিয় এলএলএম (লার্জ ল্যাংগুয়েজ মডেল) সিস্টেমকে বোঝানো হয়, যা বিপুল পরিমাণ ডেটা সঞ্চয় করে এবং শক্তিশালী অ্যালগরিদমের মাধ্যমে মানুষ ইতিমধ্যে যা বলেছে তার ওপর ভিত্তি করে একটা আনুমানিক জবাব তৈরি করে।

অল্প কথায়, এটি একটি অত্যাধুনিক তোতাপাখি যার নিজের কোন ধারণা নেই যে এটি ঠিক কী নিয়ে কথা বলছে এবং কখনও কখনও এটা 'হ্যালুসিনেট' করে। এটি এআই প্রযুক্তির একটি শব্দ যার অর্থ, প্রোগ্রামারদের প্রত্যাশার বাইরে কোন জবাব তৈরি করা।

এলএলএমগুলি আসলে এতটা স্মার্ট নয়, তবে তারা খুব বিপজ্জনক, বলছেন গ্যারি মার্কাস, যিনি তার অন্ধকার ভবিষ্যদ্বাণীগুলির তালিকায় হ্যালুসিনেটরি এআই মুহূর্তের উত্থানকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এআই মডেলে টেক্সট জেনারেটর ছাড়াও ইদানীং ইমেজ ম্যানিপুলেট করে এমন প্রোগ্রামগুলিও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সম্প্রতি মিডজার্নি নামে একটি এআই প্রোগ্রামের তৈরি একটি ছবি, যেখানে দেখানো হয়েছে পোপ ফ্রান্সিস একটি রূপালী রঙের জ্যাকেট পরে আছেন, কয়েক ঘণ্টার জন্য ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের বেশ বিভ্রান্ত করে রেখেছিল। তারা জানতে চেয়েছিলেন ঃ ঐ ছবিটি কি আসল?

ঐ ঘটনার পরিণতি ক্ষতিকারক ছিল না, তবে এর মধ্যে দিয়ে কোনটি সত্য আর কোনটি নকল, এর মধ্যবর্তী একটি ধূসর অঞ্চলে প্রবেশের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির এই অধ্যাপক বলছেন, আমরা যদি এখনই পদক্ষেপ না নিই, তাহলে আমরা একটি 'পোস্টট্রুথ' পরিবেশের কাছাকাছি পৌঁছে যাব, যেখানে মিথ্যা সত্যকে অতিক্রম করে যাবে।

এটি গণতন্ত্রের জন্য সবকিছুকে খুব কঠিন করে তুলেছে। যারা ব্যাপকমাত্রায় বিভ্রান্তি তৈরি করছে তাদের ঠেকানোর জন্য এখন আমাদের প্রয়োজন নিষেধাজ্ঞার, তথ্য কোথা থেকে আসছে তা শনাক্ত করার জন্য প্রয়োজন ডিজিটাল জলছাপ এবং মিথ্যা তথ্য শনাক্ত করার জন্য প্রয়োজন নতুন প্রযুক্তি। ঠিক যেমনভাবে অ্যান্টিভাইরাস প্রোগ্রাম তৈরি হয়েছে, তেমনভাবেই এখন আমাদের প্রযোজন 'অ্যান্টিডিসইনফরমেশন' সফটওয়্যার তৈরি করা।

কিন্তু ৫৩বছর বয়সী গ্যারি মার্কাসের কাজ শুধু শিক্ষাক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। উবারের কাছে তিনি নিজের একটি কোম্পানি বিক্রি করেছেন এবং এই পরিবহন অ্যাপ জায়ান্টের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বিভাগের একটি পরীক্ষাগারে তিনি পরিচালকের কাজও করেছেন। উবারের বিরুদ্ধে যখন পরিবেশ 'বিষিয়ে' তোলার অভিযোগ ওঠে তখন মাত্র চার মাস পর তিনি পদত্যাগ করেন।

তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে সিলিকন ভ্যালি বিখ্যাত মন্ত্র, দ্রুত এগিয়ে চলুন এবং ভেঙে নতুন জিনিস গড়ুন এবং বাজারে ব্যাপক প্রতিযোগিতা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের বিকাশের জন্য বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করছে কিনা? জবাবে তিনি বলেছিলেন, আপনি আশা করতে পারেন না যে পুঁজিবাদ নিজে থেকেই এসব সমস্যার সমাধান করবে।

তিনি এসব কোম্পানিকে নিয়ন্ত্রণের পক্ষে কথা বলেন এবং এক্ষেত্রে বিমান চলাচল খাতকে একটি উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করে বলেন যে এই নিয়ন্ত্রণের প্রযোজন রয়েছে।

১৯৫০-এর দশকে এয়ারলাইন্স ইন্ডাস্ট্রি ছিল একটি জগাখিচুড়ি ব্যাপার। একের পর এক বিমান দুর্ঘটনা ঘটছিল। ফলে যে নতুন নিয়মকানুন তৈরি হয় তাতে এয়ারলাইন্স ইন্ডাস্ট্রির ভালো হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এসব নীতিমালা এয়ারলাইন্স ইন্ডাস্ট্রিকে আরও ভালো পণ্য তৈরি করতে সহায়তা করেছে, বলছেন তিনি।

কর্পোরেশনগুলোর হাতে সবকিছু ছেড়ে দিলেই সেটা সঠিক পথে নিয়ে যাবে, তা বলা যাবে না ... আর এ জন্যইতো সরকার গঠন করতে হয়। ঠিক কিনা?

গ্যারি মার্কাসের সতর্কবাণী এবং দ্রুত বিকাশমান এআই সম্পর্কে তার অবিশ্বাস যে সবসময়ই লোকে ভালভাবে গ্রহণ করেছে তা বলা যাবে না।

আগে এআই নিয়ে তার সংশয়কে তার সহকর্মীরা উপহাস করতেন। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলে গেছে, এআই খাতের বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব এখন সুর পাল্টাতে শুরু করেছেন।

জেফরি হিন্টনকে বলা হয় 'এআই'এর গডফাদার। গুগল থেকে তিনি সরে যাওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন, এবং তার কিছু পরেই বলেছেন যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সমস্যাগুলিকে তিনি সম্ভবত জলবায়ু পরিবর্তনের চেয়েও বেশি জরুরি হিসেবে দেখেন।

আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কিছু দিক নিয়ে হিন্টন এবং আমার মতামত ভিন্ন। আমি কিছুদিন এসব নিয়ে তার সাথে চিঠিপত্রও চালাচালি করেছিলাম, তাকে আমার অবস্থান ব্যাখ্যা করেছিলাম। এবং তিনি আমার সাথে একমত হয়েছিলেন, যেটা সবসময় ঘটে না। তবে যে মূল বিষয়টি নিয়ে আমরা একমত হই তা হলো, এআইকে নিয়ন্ত্রণের, জানালেন তিনি।

এআই জলবায়ু পরিবর্তনের চেয়েও বড় হুমকি, আমি হয়তো একথার সাথে একমত নই। তবে এটি বোঝা কঠিন। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি অনুমান করতে প্রচুর ডেটা হাতে রয়েছে। কিন্তু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ঝুঁকিগুলি কীভাবে হিসেব করতে হবে আমাদের সে সম্পর্কেই কোন ধারণা নেই।

কিন্তু আমি বলবো, গণতন্ত্রকে দুর্বল করার কাজে এআইয়ের অপব্যবহারের সম্ভাবনা শতকরা ১০০ ভাগ। আমরা এখনও জানি না যে রোবটরা সত্যি একসময় বিশ্বকে দখল করতে পারবে কি না। কিছু লোক এমন পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করবেন তা যুক্তিসঙ্গত। আমরা খুবই শক্তিশালী সব যন্ত্র তৈরি করছি। তাই এর হুমকিগুলির কথা আমাদের অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে।

সাময়িকী

হিরোশিমায় জি৭ অধিবেশন জয় করলেন জেলেনস্কি

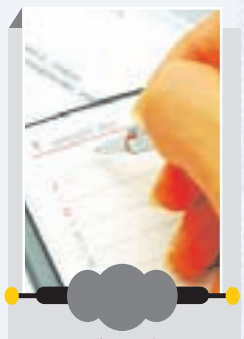

সুখময় দাস
কলামিস্ট

অধিবেশনের শেষ দিনের আয়োজন হয়েছিল হিরোশিমায়। জেলেনস্কির বক্তৃতায় উঠে এসেছে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাখমুতের কথা। ''ঐতিহাসিক হিরোশিমায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধে সম্পূর্ণ ধসে যাওয়া বাখমুত শহরের কথা মনে পড়ছে। ওই শহরের মানুষের কথা মনে পড়ছে।'' জি৭ সম্মেলনের শেষ দিন কার্যত জয় করে নিলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট। অধিবেশনে অংশ নেওয়া দেশগুলি আবার জানিয়ে দিল, ইউক্রেনকে সবরকম সাহায্য করা হবে।

ইউক্রেন জি৭ এর অংশ নয়। কিন্তু যুদ্ধের কারণে প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। বাকি রাষ্ট্রপ্রধানদের মতো সুট নয়, সামরিক শার্ট পরেই এদিনের অধিবেশনে অংশ নেন তিনি। হিরোশিমা মেমোরিয়াল প্রদর্শন করে সম্মেলনে যোগ দেন জেলেনস্কি। বলেছেন, ''বাখমুত শহরে আর একটি বাড়িও দাঁড়িয়ে নেই। পুরো শহরটি ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে। হিরোশিমা মেমোরিয়াল মিউজিয়ামের ছবিগুলি দেখে বাখমুতের কথাই মনে পড়ছে।'' বিশ্বের কাছে আরো একবার সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন তিনি। সকলের কাছে ইউক্রেনের পাশে দাঁড়ানোর অনুরোধ জানিয়েছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জানিয়েছেন, ইউক্রেনকে আরো ৩৭৫ মিলিয়ন ডলারের সাহায্য দেওয়া হবে। এই অর্থ দিয়ে ইউক্রেনে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে পারবে, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের সংস্কারে এই ডলার কাজে লাগাতে পারবে। জি৭ সম্মেলনে সার্বিকভাবে ইউক্রেনের পাশে থাকার শপথ নেওয়া হয়েছে।

জাপানের প্রধানমন্ত্রী এদিন বক্তৃতা করতে উঠে জানিয়েছেন, পরমাণু যুদ্ধে শেষপর্যন্ত কোনো দেশই জয়ী হতে পারে না। তাই, ইউক্রেন যুদ্ধ যেন কোনোভাবেই সে পথে না হাঁটে। হিরোশিমা এবং নাগাসাকির উদাহরণ দিয়েছেন তিনি।

জাপানি সাংবাদিকদের বক্তব্য, এই সম্মেলন করে দেশের প্রধানমন্ত্রী মানুষের মন জয় করতে পেরেছেন। যেভাবে ইউক্রেনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, তা জাপানের মানুষ ভালো চোখে দেখেছেন। বস্তুত, এশিয়ায় জাপান একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ দেশ, যারা ইউক্রেনকে সার্বিকভাবে সমর্থন করছে।

জাপানে আরো একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এই প্রথম ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে জেলেনস্কির মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়েছে। অধিবেশনের বাইরে দুই নেতা বৈঠক করেছেন। মোদী জেলেনস্কিকে জানিয়েছেন, যুদ্ধ থামানোর জন্য ভারত সবরকম চেষ্টা চালাবে। জেলেনস্কিকে সাহায্য করার কথাও বলেছেন মোদী। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ভারত সরাসরি ইউক্রেনের পক্ষ নেয়নি। মধ্যবর্তী অবস্থান ধরে রেখেছে। জাতিসংঘে যুদ্ধ সংক্রান্ত সমস্ত ভোট থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে। এই প্রথম সরাসরি মোদী ইউক্রেনকে সমর্থনের কথা বললেন বলেই মনে করছে বিশেষজ্ঞমহল। মোদী-জেলেনস্কি বৈঠক সে কারণেই এতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। মোদী জানিয়েছেন, যুদ্ধ কখনো কোনো সমাধান হতে পারে না। ফলে চলতি যুদ্ধ থামানো অত্যন্ত জরুরি।

জানা অজানা

মাতাজী আশ্রমের আঠ দিবসীয় রামকৃষ্ণ কথামৃত উৎসব ৭জুলাই ২০২৩ থেকে ১৪জুলাই ২০২৩ পর্যন্ত

এ যুগের ভাগবত হলো শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। এই কথামৃত যিনি লিখেছেন তাঁর নাম হলো শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত ওরফে শ্রী ম।মহেন্দ্র গুপ্ত এ যুগের ব্যাসদেব।কথামৃত লিখে তিনি ধর্ম জগৎ কে এক অমূল্য সম্পদ উপহার দিয়েছেন।তাঁর জন্মদিন হলো ১৪জুলাই।তাঁর জন্মদিন কে স্মরন করে হাতার মাতাজী আশ্রম পরিবার প্রতি বছর ৭ জুলাই থেকে ১৪জুলাই আঠদিন ব্যাপী গ্রামে গ্রামে কথামৃত উৎসব পালন করে থাকে। কথামৃত কে নিয়ে উৎসব ভারতবর্ষে আর কোথাও পালন করা হয় বলে জানা নেই।মাতাজী আশ্রমের উদ্দেশ্য ভগবান রামকৃষ্ণ দেবের অমৃতময় বাণী ও কথা মানুষের কাছে পৌঁছানো ও ধর্ম ও ঈশ্বর কে নিয়ে বিবাদ,হিংসা,ঘৃণা,মত ভেদ দূর করা।ধার্মিক একতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপন করা ও মানুষের মনে ঈশ্বর প্রীতি ও ভক্তি জাগরিত করা।এ বছর মাতাজী আশ্রমের কথামৃত উৎসব ১৫ বছরে পা দিলো।এ বছরের কথামৃত উৎসবের বিবরন নিম্ন লিখিত,

১.৭৭২০২৩, শুক্রবার, হাতা সন্ধ্যা,

সাড়ে ছটায়ঃ আয়োজক, সুধাংশু শেখর মিশ্র।

২.৮৭২০২৩শনিবার, জামবনী গ্রামে, সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় আয়োজক, পল্লী মঙ্গল ক্লাব,জামবনী।

৩.৯৭২০২৩ রবিবার, এদল গ্রামে, সন্ধ্যা, সাড়ে ছটায়, আয়োজক, অংশুমান সাহু(মিঠুন সাহু)।

৪.১০৭২০২৩ সোমবারহাতা, সন্ধ্যা, সাড়ে ছটায়, আয়োজক, ছবি রানী সরকার।

৫.১১৭২০২৩মঙ্গলবার বড় ভুমরি গ্রামে,,সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়, আয়োজক, রিনা, রিতা ও বিমল মণ্ডল।

৬.১২৭২০২৩বুধবার

চালিয়ামা গ্রামে, সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়,,আয়োজক, স্বর্গীয় অসিত মণ্ডলের পরিবার।

৭.১৩৭২০২৩বৃহস্পতিবার মাতাজী আশ্রম হাতা,সন্ধ্যা,,সাড়ে ছটায় আয়োজক, মাতাজী আশ্রমের ভক্তগন।

৮.১৪৭২০২৩শুক্রবার

স্থান ,রসুনচোপা, সময়, সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়,,, আয়োজক, সন্তোষ মণ্ডল ও বেলা রানী মণ্ডল।

এই দিনে মহেন্দ্র গুপ্তের জন্মদিন পালন ও কথামৃত উৎসবের সমা পন হবে।

এই আঠ দিবসীয় রামকৃষ্ণ কথামৃত উৎসবে মাতাজী আশ্রম পরিবারের পক্ষ থেকে সকল ভক্তদের সাদরে এগ্রিম আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

পাঠকের চিঠি

বিশ্বাস ও ভালোবাসা

বিশ্বাস ও ভালোবাসা দুই বন্ধু।তারা দুজন একসাথে থাকে।যেখানে বিশ্বাস সেখানে ভালোবাসা আবার যেখানে ভালোবাসা সেখানে বিশ্বাস।তারা এক অন্যের পরিপূরক।বিশ্বাস ও ভালোবাসাই মানুষ কে বড় করে,মহান করে ও সবার প্রিয় করে।বিশ্বাস ও ভালোবাসার দ্বারাই সব কাজ সম্পাদিত হয়,মানুষ সুখী হয় ও শান্তি লাভ করে।ব্যক্তিগত জীবনে হউক,পারিবারিক জীবনে হউক,সমাজ জীবনে হউক বা আধ্যাত্মিক জীবনে হউক বিশ্বাস ও ভালোবাসা ছাড়া কোনো কাজ করা সম্ভব নয়,কোনো আত্মীয়তা ও সম্বন্ধ রাখা সম্ভব নয়।স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যদি বিশ্বাস ও ভালোবাসা না থাকে তো আপনি সংসার করতে পারবেন না,সংসার চালাতে পারবেন না।গুরু ও শিষ্যের মধ্যে বিশ্বাস ও ভালোবাসা না থাকলে আপনি কোনো কিছু শিখতে পারবেন না,কোনো কিছু জ্ঞান লাভ করতে পারবেন না,সাধারণ মানুষের উপর বিশ্বাস ও ভালোবাসা না থাকলে কোনো কাজ করাতে পারবেন না।বিশ্বাস ও ভালোবাসা না থাকলে ভোটে জিততে পারবেন না,নেতা মন্ত্রী হতে পারবেন না,দেশ চালাতে পারবেন না।বিশ্বাস ও ভালোবাসা না থাকলে জ্ঞান ও ভক্তি লাভ করতে পারবেন না,সাধন ভজন করতে পারবেন না,ঈশ্বর লাভ করতে পারবেন না।বিশ্বাস ও ভালোবাসা থেকেই ভক্তি ,শ্রদ্ধা জন্ম নেয়,আদর,সম্মান জন্ম নেয়।বিশ্বাস ও ভালোবাসার দ্বারাই এই পৃথিবীতে সকল অসম্ভব কাজ সম্ভব হয়।তাই সবাই বিশ্বাস ও ভালোবাসা কে শক্ত ও মজবুত করুন তাহলেই ঘর,পরিবার,সমাজ ও দেশ সুন্দর হবে,শক্ত ও মজবুত হবে।সন্দেহ,অবিশ্বাস ও ঘৃণা সকল সমস্যা ও পতনের মূল কারন।

সুনীল কুমার দে, জামশেদপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

এসআই জোনমণি রাভার মৃত্যুর তদন্ত অব্যাহত সিআইডির, আভা জ্যোতি রাভাকে জেরা ডিআইজি দেবরাজ উপাধ্যায়ের

৮৩ জন সাব ইন্সপেক্টরকে বদলি, একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী প্রণব দাসের বয়ানের ক্ষেত্রে ভ্রান্তি, জোনমণির মার সঙ্গে সাক্ষাৎ কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যে বর্তমান সময়ে সর্বাধিক চাঞ্চল সৃষ্টিকারী মহিলা পুলিশ অফিসার জোনমণি রাভার সন্দেহযুক্ত এবং রহস্যে ঘনিভূত মৃত্যুর তদন্তের দায়িত্ব সিবিআইকে অর্পণ করা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে সিআইডি নিজেদের তদন্ত রেখে ঘটনায় জড়িত পুলিশ অফিসারদের জেরা অব্যাহত রেখেছে। ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী প্রণব দাসের স্থিতি সংক্রান্তে স্থানীয় এলাকাবাসী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। এরই মধ্যে মোট ৮৩ অসম পুলিশের সাব ইন্সপেক্টরকে বদলি করার নির্দেশ জারি হয়েছে। ডিজিপি জিপি সিংহের ঘোষণা অনুযায়ী একই স্থানে তিন বছরের অধিক সময় ধরে দায়িত্বে থাকা পুলিশ অফিসারদের বদলি প্রক্রিয়া এর মাধ্যমে শুরু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত এসআই জোনমণি রাভার রহস্যজনক মৃত্যুর তদন্ত সিবিআই এর হাতে অর্পণ করার প্রস্তাব দেওয়া হলেও তদন্তকারী সংস্থাটি কাজ শুরু না করা পর্যন্ত সিআইডি নিজেদের তদন্ত অব্যাহত রাখবে বলে মন্তব্য করেছিলেন ডিজিপি জিপি সিংহ। সেই হিসেবে রবিবারও নিজেদের তদন্ত অব্যাহত রেখেছে সিআইডি। এদিন তদন্তকারী সংস্থাটির মহাপরিদর্শক অর্থাৎ ডিআইজি দেবরাজ উপাধ্যায় গুয়াহাটি থেকে নগাঁও পুলিশ গেস্ট হাউসে উপস্থিত হয়ে ইতিমধ্যে রিজার্ভ ক্লোজড করা আভা জ্যোতি রাভাকে জেরা করেছেন। তাছাড়া অন্যান্যদের জেরা করার পাশাপাশি সিআইডি দলটি বিভিন্ন থানায় উপস্থিত হয়ে নিজেদের তদন্ত অব্যাহত রেখেছে। নগাঁও পুলিশের একটি দল গুয়াহাটি মহানগরের কাহিলীপাড়ার দক্ষিনগাঁও স্থিত জোনমণি রাভার বাসভবনে উপস্থিত হয়ে তার মাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছে। এদিন কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধ দলও সেখানে উপস্থিত হয়ে জোনমণির মাতৃর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে।

অসম বিধানসভার দলীয় নেতা দেবব্রত শইকিয়ার নেতৃত্বে যাওয়া দলটিতে কংগ্রেস বিধায়ক কমলক্ষ দে পুরকায়স্থ, নন্দিতা দাস, শিবামনি বরা, আব্দুর রশিদ মন্ডল প্রমুখ নেতারা উপস্থিত ছিলেন। এসআই জোনমণি রাভার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তার মার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে দলটি। মার সঙ্গে কিছু সময় আলোচনা করার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে কংগ্রেস বিধায়ক দেবব্রত শইকিয়া বলেন এই মহিলা অফিসারের মৃত্যুর ঘটনার সঠিক তদন্ত হওয়া প্রযোজন। তবে অপরাধী মনোবৃত্তি থাকা বহু পুলিশ বর্তমান নিজেদের কর্তব্য পালন করছেন। এই পুলিশদের চিহ্নিত করা অত্যন্ত প্রযোজন বলে মন্তব্য করেন তিনি। দেবব্রত শইকিয়া বলেন একাংশ পুলিশের ষড়যন্ত্রের ফলেই একজন মহিলা পুলিশ অফিসারের এভাবে মৃত্যু হয়েছে বলে ইতিমধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। ফলে বর্তমান পুলিশের কর্মরত অপরাধী মনোবৃত্তি থাকা ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য পুলিশের শীর্ষ কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন অসম বিধানসভার কংগ্রেসের দলীয় নেতা দেবব্রত শইকিয়া।

এদিকে এসআই জোনমণি রাভার রহস্যময় মৃত্যুর ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী প্রণব দাসকে ঘিরে অসন্তোষ এবং সন্দেহ প্রকাশ করেছেন একাংশ স্থানীয় মানুষ। বোকাখাতের রজাবারি এলাকার একাংশ ব্যক্তি সেই দুর্ঘটনার দিন অর্থাৎ গত ১৫ মে রাত দশটা নাগাদ একটি নামঘর থেকে প্রসাদ খেয়ে প্রণব দাসকে সেখান থেকে যেতে দেখেছেন। এমনকি সন্ধ্যার পর বোকাখাতের একটি ফার্মাসির দোকানে তাকে ওষুধ কিনতে দেখা গেছে। অর্থাৎ তাকে যে সময়ে বোকাখাতের রজাবারি এলাকায় দেখা গেছে সেই সময় থেকে গুয়াহাটি এসে এখান থেকে ফিরে গিয়ে রাত দেড়টা দুটো নাগাদ দুর্ঘটনাস্থল জখলাবন্দা সরুভগীয়ায় পৌঁছানো সম্ভব না প্রণব দাসের। ফলে দুর্ঘটনা সংক্রান্তে তার বয়ানের ক্ষেত্রে সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছে। উল্লেখ্য ইতিমধ্যে প্রচার মাধ্যমে করা মন্তব্য অনুযায়ী প্রণব দাস সেদিন রাত একটি ম্যাজিক গাড়িতে এক ব্যক্তিকে গুয়াহাটি জালুকবাড়িতে এসে ছেড়ে দিয়ে ফিরে যাওয়ার সময় জখলাবন্দা সরুভগীয়ায় সেই দুর্ঘটনার সাক্ষী হয়েছিলেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সেই ম্যাজিক গাড়ির মালিক এবং তার স্ত্রী ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমে জানিয়েছেন যে প্রণব দাস গত তিন মাস ধরে তাদের গাড়ি চালাচ্ছেন না। অন্যদিকে প্রণব দাসের দ্বিতীয় স্ত্রী সংবাদ মাধ্যমে এদিন মন্তব্য করেন যে এই ব্যক্তি মোট সাত আটটি বিয়ে করেছেন। তাকেও মারধর করার অভিযোগ এনেছেন প্রণব দাসের দ্বিতীয় স্ত্রী। একাংশ ব্যক্তি প্রণব দাসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় চুরি করা, থানার লক আপে থাকা, এমনিতেই ঘোরাঘুরি করা ইত্যাদি অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। ফলে স্পর্শকাতর রহস্যময় মৃত্যুর ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ানে সন্দেহের সৃষ্টি হওয়ার ফলে এক্ষেত্রে সিআইডি অধিক সক্রিয় হয়ে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে।

সেনাবাহিনী এবং অসামরিক প্রশাসনের মধ্যে সহায় সহযোগিতা সংক্রান্তে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে জিওসি মনিশ এরির আলোচনা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ গুয়াহাটি মহানগরের দীপর বিলে প্রতিবছরের মত এই বছরও অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রাইজিং সান ওয়াটার ফেস্ট ২০২৩। এই বিষয়ে আলোচনার জন্য জেনারেল অফিসার কমান্ডিং, গজরাজ কর্পসের লেফটেন্যান্ট জেনারেল মনিশ এরি এবং মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে সেনাবাহিনী এবং অসামরিক প্রশাসনের মধ্যে সহায় সহযোগিতা সংক্রান্তে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

মহানগরের দিশপুর স্থিত অসম সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ে রবিবার আযোজিত বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং জিওসি মনিশ এরির মধ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতবিনিময় করা হয়। বিশেষ করে দুজনের মধ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর উদ্যোগে অনুষ্ঠেয় রাইজিং সান ওয়াটার ফেস্ট ২০২৩ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য গত কয়েক বছর ধরে গ্রহণ করা এই ধরনের পদক্ষেপের মাধ্যমে সেনা এবং অসামরিক সম্পর্ক অধিক গাঢ় হয়েছে। এর ফলস্বরূপে এটা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পরিস্থিতির ব্যাপক উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

উল্লেখ্য রাজ্য পুলিশের সক্ষমতা অধিক উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে পাঁচটি বিশেষ রাজ্য পুলিশ ব্যাটালিয়নকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে সেনাবাহিনী। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে রাজ্য পুলিশ ব্যাটালিয়নকে প্রশিক্ষণ শেষ হতে চলেছে। এদিনের বৈঠকে সেনাবাহিনী এবং অসামরিক প্রশাসনের মধ্যে সহায় সহযোগিতা সংক্রান্তে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং জিওসি মনিশ এরির মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এদিনের এই আলোচনায় ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষস্থরের কর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ইসরায়েলের কঠোর সমালোচনা করলো যুক্তরাষ্ট্র

নিউ ইয়র্ক ঃ পশ্চিম তীরের এক ফাঁড়িতে ইহুদিদের স্থায়ী বসতি গড়ার সুযোগ দেয়ায় রোববার ইসরায়েলের কঠোর সমালোচনা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। হোমেস নামের ঐ ফাঁড়িতে এমন সিদ্ধান্ত না নিতে অতীতে ইসরায়েলকে সতর্ক করেছিল যুক্তরাষ্ট্র।

'দ্য টাইমস অফ ইসরায়েল' পত্রিকা জানিয়েছে, ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর সেন্ট্রাল কমান্ডের প্রধান বৃহস্পতিবার এক আদেশে সই করেন। এতে ইসরায়েলিদের হোমেস ফাঁড়িতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়। এবং এর মাধ্যমে সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে বসতি নির্মাণের সুযোগ দেয়া হলো বলে জানিয়েছে পত্রিকাটি।

ফিলিস্তিনের সঙ্গে উত্তেজনা বাড়ায় এমন সিদ্ধান্ত না নিতে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইসরায়েলকে বারবার অনুরোধ করেছে। বিশেষ করে হোমেস ফাঁড়িতে কিছু না করতে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার এক বিবৃতিতে বলেন, ''পশ্চিম তীরের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত হোমেস ফাঁড়িতে স্থায়ী বসতি নির্মাণের অনুমতি দেয়া সংক্রান্ত ইসরায়েল সরকারের আদেশে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। ইসরায়েলের আইন অনুযায়ী ঐ এলাকাটি ফিলিস্তিনিদের ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমিতে গড়ে উঠেছে।'' তিনি বলেন, ঐ আদেশ ২০০৪ সালে ইসরায়েল সরকারের করা অঙ্গীকার এবং অতি সম্প্রতি বাইডেন প্রশাসনের কাছে করা অঙ্গীকারের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এই বিষয়ে ওয়াশিংটনে ইসরায়েলের দূতাবাসের কাছে জানতে চাইলে এখনও উত্তর পাওয়া যায়নি।

তবে ইসরায়েলের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, ঐ আদেশের উদ্দেশ্য হোমেসে থাকা একটি ধর্মীয় স্কুলে ইসরায়েলিদের যাওয়ার অনুমতি দেয়া। ঐ জায়গাটি নতুন করে গড়ে তোলার কোনো ইচ্ছা ইসরায়েল সরকারের নেই বলে জানান তিনি। এছাড়া ফিলিস্তিনিদের ব্যক্তিগত ভূমিতে ইসরায়েলিদের থাকতে দেয়ার অনুমতি দেয়ারও ইচ্ছা নেই বলে জানান ইসরায়েলি ঐ কর্মকর্তা।

এদিকে ইসরায়েলের নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রী ইটামার বেন গেভির রোববার আল আকসা মসজিদে গিয়ে ঘোষণা করেন যে, 'এর দায়িত্বে' এখন ইসরায়েল।

এমন 'উসকানিমূলক সফর' এবং 'সেই সঙ্গে উত্তেজনামূলক বক্তব্য' নিয়েও ওয়াশিংটন উদ্বিগ্ন বলে জানান মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মিলার।

সুইস রাষ্ট্রদূতকে তলব করল ইরান

তেহরান (এজেন্সী) ঃ সুইস রাষ্ট্রদূত তিন ইরানি বিক্ষোভকারীকে ফাঁসি দেওয়ার বিরুদ্ধে টুইট করেছিলেন। তারই প্রেক্ষিতে তলব করা হয়েছে তাকে।

শুক্রবার সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত একটি টুইট করেছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল, সম্প্রতি তিন বিক্ষোভকারীকে যেভাবে প্রাণদণ্ড দিয়েছে ইরান, তা মেনে নেওয়া যায় না। প্রাণদণ্ড বন্ধ হওয়া উচিত। আর এতেই চরম চটেছে ইরান। তাদের বক্তব্য, বিচারপ্রক্রিয়া এবং শাস্তি ইরানের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এনিয়ে সুইস রাষ্ট্রদূতের মন্তব্য করার কোনো অধিকার নেই।

সুইস রাষ্ট্রদূতকে ডেকে ঠিক এই কথাটিই স্পষ্ট করে জানিয়েছে ইরান।

ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সুইস রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছিল। রোববার রাষ্ট্রদূত দেখা করতে গেছিলেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য, শুধু টুইটের বয়ান নয়, ইরানের যে পতাকা ব্যবহার করা হয়েছে ওই টুইটে, সেটিও ভুল। পুরনো সময়ের পতাকার ছবি ব্যবহার করেছে সুইস দূতাবাস। ইরানে দীর্ঘদিন ধরে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ চলছে। ১৬ বছরের এক কুর্দ নারীর মৃত্যুর পর থেকে বিক্ষোভ শুরু হয়। ঠিকমতো পোশাক পরেননি, এই অভিযোগে নীতিপুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছিল। পুলিশের হেফাজতে তার মৃত্যু হয়। এরপরেই বিক্ষোভে ফেটে পড়ে ইরান। রাস্তায় রাস্তায় সরকারবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। বহু তারকাও এই বিক্ষোভে অংশ নেন। সরকার কঠোর হাতে বিক্ষোভ মোকাবিলা করে। হাজার হাজার বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদেরই তিনজনকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হলো। যা নিয়ে টুইট করেছিল সুইস দূতাবাস। সুজারল্যান্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ওই প্রাণদণ্ডেরবিরুদ্ধে মন্তব্য করার পরেই টুইটটি করা হয়। এদিকে ইরান জানিয়েছে, ওই তিন ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছে কারণ, তারা তিনজনই ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছিলেন। ইরান কোনোভাবেই এই ধরনের আচরণ বরদাস্ত করবে না।

প্রাথমিকে আট হাজার স্কুল বন্ধ, শিক্ষার্থী কমেছে ১৪ লাখ

ঢাকা ঃ এক বছরের ব্যবধানে দেশে প্রাথমিক স্তরের প্রায় আট হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। এগুলো সব বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পাশাপাশি করোনাকালীন সময়ে প্রাথমিক স্তরের ১৪ লাখ শিক্ষার্থী কমে গিয়েছে বলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের করা বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারিতে (এপিএসসি) উঠে এসেছে। করোনাকালে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের পঠনপাঠনের ক্ষতি নিয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশউপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সম্প্রতি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ফরিদ আহাম্মদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধের এই তথ্য জানান। তিনি বলেন, ২০২২ সালে এপিএসসিতে এ তথ্য পাওয়া গেছে। কেন এত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেল? জানতে চাইলে ফরিদ আহাম্মদ বলেন, এটা আসলে করোনাকালীন সময়ে চিত্র। সে সময় কিন্ডারগার্ডেন টাইপের স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থী ছিল না। ভাড়া বাড়িতে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলে। শিক্ষার্থী না থাকায় তাদের কোন উপার্জনও ছিল না। ফলে তারা চালাতে পারেনি। তবে কোনও সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়নি। এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় কিছু কিছু চালু হচ্ছে। করোনাকালীন সময়ে যে ১৪ লাখ শিক্ষার্থী চলে গিয়েছিল তারা কি আবার ফিরতে শুরু করেছে? জানতে চাইলে জনাব আহাম্মদ বলেন, করোনাকালীন দুই বছর তো শিক্ষা উপবৃত্তি দেওয়া বন্ধ ছিল। পাশাপাশি 'মিড ডে মিল' কর্মসূচিও বন্ধ ছিল। এগুলো আবার চালু হয়েছে। আমরা দুই বছরের উপবৃত্তির টাকা একসঙ্গে পেয়েছি। 'মিড ডে মিল' কর্মসূচি চালু হয়েছে। ঝড়ে পড়েছে বিষয়টি এমন না। এগুলো বন্ধ থাকার কারণে প্রাইমারির অনেক শিক্ষার্থী কওমী মাদ্রাসায় চলে গিয়েছিল। এখন সেখান থেকে কিছু কিছু ফিরে আসছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, দেশে ৬৫ হাজার ৫৬৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর বাইরে প্রাথমিকে আরও অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। প্রতিবছর প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারি করা হয়। সে অনুযায়ী, ২০২১ সালে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল ১ লাখ ১৮

হাজারের কাছাকাছি। ২০২২ সালের শুমারিতে এই সংখ্যা ১ লাখ ১০ হাজারের নিচে নেমে এসেছে, মানে ৮ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর নেই। ২০২১ সালের বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারির তথ্যে দেখা গিয়েছিল, সে বছর কিন্ডারগার্টেনসহ সব মিলিয়ে দেশে মোট ১৪ হাজার ১১১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় কমেছিল। কিন্ডারগার্ডেন জাতীয় বিদ্যালয়গুলোই মূলত কমছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের করা ২০২১ সালের বার্ষিক প্রাথমিক বিদ্যালয় শুমারির তথ্য অনুযায়ী, দেশে করোনাকালে যেসব খাতের উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে, তার মধ্যে একটি হলো শিক্ষা। করোনা সংক্রমণ শুরুর দুই বছর পর এখন সেই চিত্র উঠে আসছে। তথ্য অনুযায়ী, করোনাকালে এক বছরের ব্যবধানে প্রাথমিকে মোট শিক্ষার্থী কমেছে সাড়ে ১৪ লাখের বেশি। এর মধ্যে প্রাকপ্রাথমিক স্তরে আট লাখের বেশি শিশু শিক্ষার্থী কমেছে। অথচ প্রতি বছর শিক্ষার্থী বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায়। সারা দেশে প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয়ের সংখ্যাও কমেছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব ফরিদ আহাম্মদ বলেন, প্রাথমিকের শিক্ষার্থী কমে যাওয়ার হার নতুন রিপোর্টে একটু বদলাচ্ছে। ২০২২ সালের সমীক্ষা রিপোর্ট আগামী ২৩ মে প্রকাশ করা হবে। সেখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা একটু বাড়ছে। আবার অনেক শিক্ষার্থী কওমী মাদ্রাসায় চলে গিয়েছিল, তারা আবার ফিরে আসছে। আসলে কি চলে যাওয়া শিক্ষার্থী ফিরে আসছে? জানতে চাইলে বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাহী সভাপতি ফার্মগেইটের ইসলামিয়া সমিতি বিদ্যালয়ের শিক্ষক জাহিদুর রহমান বলেন, খুব বেশি ঝরে পড়েছিল, এমনটা বলা যাবে না। যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সেই সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অন্য প্রতিষ্ঠানে গেছে। বিশেষ করে কওমী মাদ্রাসায় বেশি গেছে। সেখান থেকে তাদের আনা যাচ্ছে না। আবার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনেকেই তাদের সন্তানকে পড়াতে চান না। তারা মনে করেন, আমার বাসার কাজের মেয়ে যে স্কুলে পড়ে, আমার সন্তানও একই স্কুলে পড়বে এটা তো হয় না। ফলে তারা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্তানকে নিয়ে যান। তবে যারা স্কুলে আসা বন্ধ করেছিল, তাদের কিছু কিছু ফিরছে। অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন, করোনা পরিস্থিতির কারণে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী কমে যেতে পারে। কিন্তু শুমারিতে দেখা গেছে, এবার ঝরে পড়ার হার এক লাফে ৩ শতাংশ কমেছে। ঝরে পড়ার হার এখন ১৪.১৫ শতাংশ, যা ২০২০ সালে ছিল ১৭.২০ শতাংশ। এর আগে বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) ২০২১ সালের তথ্য নিয়ে করা প্রাথমিক প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছিল, ২০২১ সালে মাধ্যমিকে মোট শিক্ষার্থী আগের বছরের তুলনায় ৬২ হাজার ১০৪ জন কমেছে। বর্তমানে দেশে মোট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২০ হাজার ২৯৪টি। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ সালে প্রাথমিক পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থী ছিল দুই কোটি ১ লাখের বেশি। যা ২০১৮ সালে ছিল দুই কোটি ৯ লাখ ১৬ হাজার। নতুন রিপোর্ট যেটা প্রকাশ হতে যাচ্ছে, সেখানে কি পড়ুয়া কমার হার কমেছে? জানতে চাইলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান ফরহাদুল ইসলাম ডয়চে ভেলেকে বলেন, আসলে পুরোপুরি ঝরে পড়েনি। যেটা হয়েছে, যেসব শিক্ষার্থী অভাবে পড়েছে তাদের কওমী মাদ্রাসাগুলো থাকাখাওয়ার নিশ্চয়তা দিয়ে সেখানে নিয়ে গেছে। এখন সেখান থেকে কিছু কিছু ফিরে আসছে। তবে সবাই আসছে না। তবে গ্রামাঞ্চলে কিছু পড়ুয়া ঝরে পড়েছে। তাদেরও ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এ নিয়ে সরকার কাজ করছে।

নাপোলিকে ৩৩ বছর পর লিগ জিতিয়ে চলে যাচ্ছেন স্পালেত্তি

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ সম্পর্কগুলো বোধ হয় এমনই, যেখানে আবেগের চেয়ে স্বার্থই বেশি! ৩৩ বছরের আক্ষেপ ঘোচাতে ৩১ কোচ বদলাতে হয়েছে নাপোলিকে। এ সময়ে ক্লদিও রানিয়েরি, মার্সেলো লিপ্পি, জিয়ান পিয়েরো ভেনতুরা, মরিসিও সারি, রাফায়েল বেনিতেজ, এমনকি কার্লো আনচেলত্তির হাতে দায়িত্ব সঁপে দিয়েছিল ক্লাবটি। কিন্তু কেউই চূড়ান্ত সাফল্য এনে দিতে পারেননি।

অবশেষে লুসিয়ানো স্পালেত্তির হাত ধরে ইতালিয়ান সিরি 'আ'তে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নাপোলি। সেই স্পালেত্তিই কিনা মৌসুম শেষে নেপলস ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন! কারণ, ক্লাব সভাপতি অরেলিও দি লরেন্তিসের সঙ্গে সম্পর্কে টানাপোড়েন।

অথচ ৪ মে লিগ জয়ের পর দি লরেন্তিস বলেছিলেন, 'স্পালেত্তি আমাদের সঙ্গেই থাকছেন। আমাদের প্রকল্প এখানেই থামছে না। এরপর চ্যাম্পিয়নস লিগ জিততে চাই।'

দলবদলবিষয়ক ইতালিয়ান সংবাদমাধ্যম কালসিওমেরকাতোও গত সপ্তাহে তাদের প্রতিবেদনে লিখেছিল, প্রায় ২৫ শতাংশ বেতন বাড়িয়ে স্পালেত্তিকে ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত রেখে দিচ্ছে নাপোলি। ক্লাবের নির্বাহী পরিচালক আন্দ্রেয়া চিয়াভেল্লিকে নিয়ে স্পালেত্তির সঙ্গে ডিনারে বসেছিলেন লরেন্তিস। ডিনার শেষে স্পালেত্তির চুক্তি নবায়ন নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। তবে কাল রাতে ইন্টার মিলানকে ৩১ গোলে হারিয়ে সমর্থকদের আনন্দে ভাসানোর পর মর্মাহতও করেছেন স্পালেত্তি। ম্যাচ শেষে সাংবাদিকদের বলেছেন, 'এ ব্যাপারে (নাপোলি ছেড়ে যাওয়া) সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। আপনি প্রতিদিন মানসিকতায় বদল আনতে পারেন না। এটা এমন এক পরিস্থিতি, যার ফন্দি অনেক দিন হলো আঁটা হচ্ছে।'

নিজের সবটুকু নিংড়ে দিলেও ক্লাব সভাপতি লরেন্তিসের মন জিততে পারেননি, স্পালেত্তির কথায় সে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে, 'সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ করে কিছু বিষয় মনের ভেতর পরিপক্ব হয়েছে। কারণ, সব সময় এটা নিয়েই পড়ে থাকতে হয়েছে। মানুষের (নাপোলির সমর্থকদের) যা প্রাপ্য, সেটা দিতে সবকিছু করতে হয়েছে। এরপরও যদি (সভাপতিকে) সন্তুষ্ট করতে না পারি, তাহলে বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখাই ঠিক হবে। আমি এটা নিয়ে ভেবেছি, উপসংহারে পৌঁছেছি এবং এই সিদ্ধান্তেই অবিচল আছি। এটা হঠাৎ আকাশ থেকে উড়ে এসে পড়েনি।'

সিরি 'আ'তে এখনো ২ ম্যাচ বাকি নাপোলির। লিগ মৌসুম শেষে কিছুদিন ছুটি কাটিয়ে প্রাক্‌মৌসুম প্রস্তুতি শুরু করবেন খেলোয়াড়েরা। প্রস্তুতি ক্যাম্পের ভেন্যু হিসেবে ইতালির উত্তরাঞ্চলীয় শহর ত্রেন্তিনোকে বেছে নিতে চাইছে ডিয়েগো ম্যারাডোনার ক্লাবটি। এ ব্যাপারে আলোচনা করতে কাল ত্রেন্তিনোয় গিয়েছেন লরেন্তিস। সেখানে সাংবাদিকেরা স্পালেত্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে জানতে চাইলে এড়িয়ে যান লরেন্তিস। বলেন, 'আজ (কাল) আমরা শুধু ত্রেন্তিনো নিয়ে আলোচনা করব, ফুটবল নিয়ে নয়।'

স্পালেত্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে লরেন্তিস মুখে কুলুপ এঁটে থাকলেও তলে তলে নাকি নতুন কোচ খুঁজতে শুরু করেছে নাপোলি। গোল ডট কম জানিয়েছে, স্পালেত্তির জায়গায় বেনিতেজকে আনতে পারে নেপলসের ক্লাবটি। এর আগে ২০১৩ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত নাপোলির ডাগআউটে দাঁড়িয়েছেন লিভারপুলকে চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতানো কোচ বেনিতেজ।

লক্ষ্ণৌকে সমর্থন দেওয়া নিয়ে মুখোমুখি মোহনবাগান ও কেকেআর

লক্ষ্ণৌয়ের সমর্থকদের।

কলকাতা ঃ আইপিএলের ম্যাচে কলকাতার ফুটবল ক্লাব মোহনবাগানের সমর্থকদের ইডেন গার্ডেনসে ঢুকতে বাধা দেওয়ার ঘটনার অভিযোগে পাল্টাপাল্টি অবস্থানে দাঁড়িয়ে গেছে মোহনবাগান ও কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর)। পরপর দুদিন দুটি দলের পক্ষ থেকে পাল্টাপাল্টি বিবৃতিও দেওয়া হয়েছে।

২০ মে ইডেন গার্ডেনসে লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসের বিপক্ষে ম্যাচ ছিল কলকাতা নাইট রাইডার্সের। সে ম্যাচে লক্ষ্ণৌ নেমেছিল বিশেষ জার্সি পরে। জার্সির রং ছিল মেরুন ও সবুজ, যেটি আবার মোহনবাগানের জার্সির রং। এর পেছনে আছে এ দুটি দলের মালিকানার সংযোগ।

লক্ষ্ণৌয়ের ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক কলকাতাভিত্তিক ব্যবসায়ী সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। একই সঙ্গে মোহনবাগান ক্লাবেরও অন্যতম বিনিয়োগকারী তিনি। আগামী ১ জুন থেকে কলকাতার অন্যতম পুরোনো এই ক্লাব নতুন নাম ধারণ করে হয়ে যাবে মোহনবাগান জায়ান্টস।

গোয়েঙ্কার প্রতি 'কৃতজ্ঞতা' প্রকাশ করতে মোহনবাগানের জার্সি ও স্কার্ফ পরে, লক্ষ্ণৌয়ের প্রতি সমর্থন দিতে ইডেন গার্ডেনসে গিয়েছিলেন এক দল সমর্থক। তবে তাঁদের অভিযোগ, মোহনবাগানের লোগো দৃশ্যমান বলে সে জার্সি পরে মাঠে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়েছে তাঁদের। জার্সি নাকি এরপর উল্টো করে পরে প্রবেশ করতে হয়েছে মোহনবাগান ও লক্ষ্ণৌয়ের সমর্থকদের।

এমন অভিযোগ আসার পর গতকাল এক বিবৃতিতে এটির নিন্দা জানিয়েছে মোহনবাগান ক্লাব। ক্লাবটির মহাসচিব দেবাশীষ দত্ত ওই বিবৃতিতে বলেন, '২০ মে ২০২৩ সালে ইডেন গার্ডেনসে কলকাতা নাইট রাইডার্স ও লক্ষ্ণৌ সুপারজায়ান্টসের ম্যাচটি ছিল বিশেষ কিছু কারণ, লক্ষ্ণৌ নতুন সবুজ ও মেরুন জার্সি পরে খেলেছে। তবে কলকাতার কর্তৃপক্ষ মোহনবাগানের সমর্থকদের (যারা কলকাতা ও লক্ষ্ণৌয়েরও সমর্থক) মোহনবাগানের জার্সি পরে ঢুকতে না দিয়ে স্বাধীনতা হরণ করেছে।'

সে বিবৃতিতে নিন্দা জানিয়ে দেবাশীষ বলেন, 'ভারতের জাতীয় ক্লাবকে অসম্মান ও এর সমর্থকদের আবেগকে আহত করার জন্য কলকাতা নাইট রাইডার্স ব্যবস্থাপকদের এমন কাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব।'

এরপর আজ একটি পালটা বিবৃতি দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। তাতে মোহনবাগানের অভিযোগ অস্বীকার করে বলা হয়েছে, '২০ মে কলকাতা ও লক্ষ্ণৌয়ের ম্যাচে কিছু সমর্থককে ঢুকতে বাধা দিয়েছে কলকাতা কর্তৃপক্ষ, এমন কিছু বিভ্রান্তিকর খবর ভেসে বেড়াচ্ছে। এখানে বলতে হয়, স্টেডিয়ামে দর্শক ব্যবস্থাপনায় কলকাতা কর্তৃপক্ষের কোনো হাত নেই।'

তবে সেদিন কাউকেই ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়নি, এমন বলেনি কলকাতা। তাদের দাবি, 'আমাদের বলা হয়েছে, কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি 'অ্যামবুশ মার্কেটিং'-এর চেষ্টা করেছিল। যেটি আইপিএলের নীতির কারণে আইপিএল লিগের অ্যামবুশ মার্কেটিং দমন দল প্রতিহত করেছে।' কলকাতাকে ওই ম্যাচে ১ রানে হারিয়ে প্লেঅফ নিশ্চিত করেছিল লক্ষ্ণৌ। অন্যদিকে সে ম্যাচে হেরেই প্লেঅফের দৌড় থেকে ছিটকে পড়ে কলকাতা।

আফিফদের ছয় ঘণ্টা ব্যাটিংয়ের পরামর্শ সিডন্সের

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক) ঃ সিরিজের আগে স্লোগান ছিল ম্যাচের পরিস্থিতি বুঝে আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলার। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজ 'এ' দলের বিপক্ষে প্রথম চার দিনের ম্যাচে তাতে বাংলাদেশ 'এ' দলের ব্যাটসম্যানরা খুব একটা সফল হননি। সফরকারীরা যেখানে টেস্ট মেজাজে খেলে ৭ উইকেটে ৪২৭ রান করে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করেছিল, সেখানে আফিফ হোসেনের দল প্রথম ইনিংসে দ্রুত রান নিতে গিয়ে ৬৭.৪ ওভার ব্যাটিং করে অলআউট হয়ে যায় মাত্র ২৬৪ রানে। প্রথম ইনিংসে পিছিয়ে পড়া বাংলাদেশ 'এ' দল অবশ্য ম্যাচটা শেষ পর্যন্ত ড্র করতে পেরেছে। তাতে সিলেটের বৃষ্টিরও যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। আগামীকাল সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের ২ নম্বর মাঠে দুই দল মুখোমুখি হবে সিরিজের দ্বিতীয় চার দিনের ম্যাচে। সেখানে দলের ব্যাটসম্যানের কাছে আরও পরিণত ব্যাটিং দেখতে চান 'এ' দলের কোচ জেমি সিডন্স।

যেসব কারণে পাতিরানাকে নিয়ে ধোনির সঙ্গে একমত নন মালিঙ্গা

মুম্বাই ঃ ২০২০ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছেন লাসিথ মালিঙ্গা। আন্তর্জাতিক অভিষেক হয়েছিল টেস্ট ক্রিকেট দিয়েই, তবে ৩০ টেস্টের ক্যারিয়ারের সর্বশেষ ম্যাচটি খেলেছিলেন ২০১০ সালে। এরপরও আরও ১০ বছর সক্রিয় ছিলেন সাদা বলের ক্রিকেটে। মালিঙ্গার মতোই অ্যাকশন, বোলিংয়ের ধরনেও মিল আছে মাথিশা পাতিরানার। তরুণ শ্রীলঙ্কান পেসারের টেস্ট ক্রিকেট বা লাল বলের ক্রিকেটের ধারেকাছেও যাওয়া উচিত নয়, মহেন্দ্র সিং ধোনি এমন মন্তব্য করলে তাই হয়তো এখনকার বাস্তবতায় খুব বেশি বিরোধিতা করবেন না আপনি। তবে বিরোধিতা করছেন পাতিরানার এখন পর্যন্ত উঠে আসার পেছনে যাঁর অনেক বড় অবদান, খোদ সেই মালিঙ্গাই!

চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে এবারের আইপিএলে পাতিরানা আলো ছড়াচ্ছেন, মালিঙ্গার সঙ্গেও তুলনা হচ্ছে হরহামেশাই। ডেথ ওভারে একটা নির্দিষ্ট ভূমিকায় চেন্নাই অধিনায়ক ধোনি তাঁকে ব্যবহার করছেন দারুণভাবে। গত আগস্টে আফগানিস্তানের বিপক্ষে একটি টি-টোয়েন্টি খেলা পাতিরানাকে নিয়ে ধোনি বলেছিলেন, এই পেসারের শুধু আইসিসির টুর্নামেন্ট খেলা উচিত। লাল বলের ক্রিকেটের ধারেকাছেও যাওয়া ঠিক হবে না। তবে মালিঙ্গা এর সঙ্গে মোটেই একমত নয়। যা তিনি বলেছেন ক্রিকইনফোর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে, 'এমএস ধোনি বলছে, তার (পাতিরানার) শুধু আইসিসি টুর্নামেন্ট খেলা উচিত। আমি জানি না, সে মজা করেই এমন বলেছে কি না। (কারণ) জাতীয় দলের হয়ে খেললে এমন করাটা কঠিন।'

তবে ধোনি কেন এমন বলেছেন, সেটির একটা ব্যাখ্যা আছে মালিঙ্গার কাছে, 'আমার মনে হয়, কেউ যদি তাকে লাল বলের ক্রিকেট খেলতে নিষেধ করে, এর পেছনের কারণ তার চোটে পড়ার শঙ্কা। তবে আমি প্রথমে লাল বলের ক্রিকেটই খেলেছি। কেউ আমাকে অমন কিছু বলেনি। ২০০৪ থেকে

২০১০ সাল পর্যন্ত আমি লাল বলে খেলেছি, কিন্তু আমার আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার ১৬ বছরের, আইপিএল ও বিগ ব্যাশসহ অন্যান্য লিগ খেলেছি। এই সময়ে আমি কখনো হ্যামস্ট্রিং বা কুঁচকি বা পিঠ বা পায়ের মাংসপেশির চোট নিয়ে মাঠ ছাড়িনি। হয়তো অনেকেই আমার কথার বিরোধিতা করবেন, তবে আমার মনে হয় না সে চোটে পড়বে এটি ধরে নেওয়া উচিত। আমি এভাবেই খেলেছি, তার মতোই বোলিং করতাম। ফলে চ্যালেঞ্জটা আমি জানি।'

টেস্ট ক্রিকেট তাঁকে কীভাবে সহায়তা করেছে, মালিঙ্গা মনে করিয়ে দিয়েছেন সেটিও, 'আপনার হাড়ের চোট হতেই পারে, কারণ সেটি নির্ভর করছে প্রতিটি বলে আপনি কতটা জোর দিচ্ছেন। তবে আমি তাকে বলব টেস্ট ক্যাপটা নিতে। হয়তো একটাই খেলবে, হয়তো ১০টা খেলবে, হয়তো ১০০টি খেলবে কে জানে! সে যখন ১৫-২০টি টেস্ট খেলবে, তার বোলিং ফিটনেস ও স্কিলের উন্নতিই হবে। সে বুঝবে কীভাবে ব্যাটসম্যানকে 'সেট আপ' করে আউট করতে হয়, কীভাবে একটা স্পেল সাজাতে হয়। এটা আপনি তাকে বলে বোঝাতে পারবেন না। বুঝতে গেলে তাকে এটা করতে হবে। যদি টেস্ট খেলা শুরুর পর তার শরীরের প্রতিক্রিয়া বাজে হয়, তখন তো আপনি পুনর্বিবেচনা করতেই পারেন।'

পাতিরানা প্রথম নজর কাড়েন ২০২০ অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে। মালিঙ্গা অবশ্য তাঁর কথা আলাদা করে জানেন সেই বিশ্বকাপের পর। সেই সময় শ্রীলঙ্কা দলের পরামর্শক হিসেবে কাজ করা মাহেলা জয়াবর্ধনে মালিঙ্গাকে জানান, 'মালি, ক্যান্ডির একটা ছেলে আছে, তোমার মতোই বল করে, জোরেও করে। তবে তাকে ম্যাচ খেলানো মুশকিল। কারণ, সে উইকেটের দুদিকেই বল করে, নিয়ন্ত্রণ নেই। তুমি কি কিছু করতে পারবে?'

এরপরই পাতিরানার সঙ্গে কাজ করেন মালিঙ্গা। অ্যাকশন থেকে স্লোয়ার সবকিছু নিয়েই। পাতিরানার সাম্প্রতিক পারফরম্যান্সে 'গুরু' হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই সবচেয়ে বেশি গর্ব হওয়ার কথা মালিঙ্গার। সেদিক থেকে পাতিরানাকে পরামর্শ দেওয়ার ক্ষেত্রেও হয়তো অনেক বড় 'অধিকার' তাঁরই। সেই মালিঙ্গা বলছেন, পাতিরানা তাঁর চেয়েও ভালো হোন, এটাই তাঁর চাওয়া। তবে এ জন্য টেস্ট খেলার তেমন বিকল্পও দেখছেন না তিনি, 'আমার মনে হয়, ঠিক পরের টেস্ট সফরেই তাকে সম্পৃক্ত করা উচিত। কিছু ওয়ানডে খেলানো উচিত। সে পরের তিন বছরে কেমন করে, সেটি দেখে ভবিষ্যতের করণীয় ঠিক করা যাবে। যদি পরের তিন বছরে ১০-১৫টি টেস্ট খেলে, তাহলে এটি তার উন্নতিতে অমূল্য হবে।' মালিঙ্গা এরপর একটি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, 'যেমন ধরুন, একই সঙ্গে যে বল ডিপ ও রিভার্স করানো যায়, আমি সেটি ২০১০ সালে আমার শেষ টেস্ট ম্যাচে এসেই শিখেছি। গলে সাধারণত আমাকে ফোর্ট প্রান্ত থেকে করানো হতো, সে প্রান্ত থেকে বাতাসের কারণে বল রিভার্স করানো সহজ ছিল। ছয় বছর পর আমি অবশেষে প্যাভিলিয়ন প্রান্ত থেকে একটা ভালো স্পেল করি, সেখানেই শিখি কীভাবে বল ডিপ ও রিভার্স করাতে হয়। মাথিশা তার বোলিং নিয়ে এসব গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার কবে করবে, সেটি তো কেউই বলতে পারে না। আমরা তাকে শ্রীলঙ্কার হয়ে খেলার জন্য বাঁচিয়ে রাখার কথা বলছি, যখন সে শ্রীলঙ্কার হয়ে ঠিকঠাক খেলেইনি। তার বয়স মাত্র ২০ বছর।' তার বোলিংবুদ্ধিমত্তা দরকার হবে, কারণ কয়েক ম্যাচ পরই প্রতিপক্ষ ওকে পড়ে ফেলবে। এরপর তো টিকে থাকা শিখতে হবে। আমার মনে হয় এর সেরা উপায় হচ্ছে ১০টি টেস্ট খেলা। এতেই বোলিং ফিটনেস গড়ে উঠবে। পাতিরানার মতো অপ্রথাগত বোলারের ক্ষেত্রে শুরুটা অনেক সময়ই হয় চমক জাগানিয়া। তবে একটা সময় তাঁদের খেলার কৌশল বের করে ফেলেন ব্যাটসম্যানরা। আইপিএলে ধোনি তাঁকে শুধু ডেথ ওভারে স্থানীয় ব্যাটসম্যানদের বিপক্ষেই ব্যবহার করছেন, এটা মনে করিয়ে দিয়ে মালিঙ্গা বলেছেন, 'তার বোলিংবুদ্ধিমত্তা দরকার হবে, কারণ কয়েক ম্যাচ পরই প্রতিপক্ষ ওকে পড়ে ফেলবে। এরপর তো টিকে থাকা শিখতে হবে। আমার মনে হয় এর সেরা উপায় হচ্ছে ১০টি টেস্ট খেলা। এতেই বোলিং ফিটনেস গড়ে উঠবে। আমি ৩০টি টেস্ট খেলেছি, এটিই আমার ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টির বোলিং ফিটনেস গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে। কারণ, এক ইনিংসে ২৫-৩০ ওভার বোলিং করতে গেলে আপনার নিজের স্কিল ধরে রাখতে হবে স্পেলজুড়েই।'

সংক্ষিপ্ত ››

আইসিসির প্রধান কৌঁসুলি কারিম খানের বিরুদ্ধে রাশিয়ার গ্রেফতারি পরোয়ানা

মস্কো ঃ আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত বা আইসিসির প্রধান কৌঁসুলির বিরুদ্ধে রাশিয়া গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার পর আইসিসি বলছে যে তারা এতে বিচলিত নয়। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে আইসিসির পক্ষ থেকে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির দু'মাস পর এখন মস্কো এই আন্তর্জাতিক আদালতের প্রধান আইনজীবী কারিম খানের বিরুদ্ধে একই ধরনের পাল্টা ব্যবস্থা নিলো। মস্কো এখন মি. খানকে ওয়ান্টেড তালিকাভুক্ত করেছে। শনিবার আদালতের দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে বড় ধরনের অপরাধের কারণে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার আইনি ম্যান্ডেটকে খাটো করার জন্য এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর আগে রাশিয়া প্রেসিডেন্ট পুতিনের বিরুদ্ধে আইসিসির জারি করা পরোয়ানাকে অবৈধ বলে উল্লেখ করেছে। উল্লেখ্য রাশিয়া আইসিসির সদস্য নয়। মি. খান, যিনি একজন ব্রিটিশ আইনজীবী, গত মার্চ মাসে প্রেসিডেন্ট পুতিনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন। তাতে মি. পুতিনকে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। রুশ প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ ছিল যে তিনি ইউক্রেন থেকে শিশুদের অবৈধ উপায়ে রাশিয়াতে সরিয়ে নিয়েছেন। এসময় রাশিয়ার শিশু অধিকার বিষয়ক কমিশনার মারিয়া এলভোভাবেলোভার বিরুদ্ধেও একই অভিযোগে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। কিয়েভে ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা বলছেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ১৬ হাজারেরও বেশি শিশুকে তাদের দেশ থেকে জোরপূর্বক রাশিয়াতে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে আটকে রাখা হয়েছে। তারা বলছেন, রাশিয়া এমন কিছু নীতি গ্রহণ করেছে যাতে শিশুদের জোর করে রাশিয়ার নাগরিকত্ব নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। এরপর তাদের দত্তক দেয়ার মাধ্যমে তারা যাতে পাকাপাকিভাবে রাশিয়ায় থেকে যায় - সেই ব্যবস্থা করছে। আইসিসির বিবৃতিতে বলা হয় এই অপরাধের পেছনে মি. পুতিন এবং মিস এলভোভাবেলোভার ব্যক্তিগত দায় রয়েছে। আইসিসির এই পদক্ষেপের জবাবে ক্রেমলিনের তদন্ত কমিটি এখন বলছে যে তারা আইসিসির প্রধান আইনজীবী কারিম খানের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করবে। মি. খানের বিরুদ্ধে নিরপরাধ ব্যক্তিকে অপরাধী হিসেবে বিচার করার অভিযোগ আনা হয়েছে। দ্য হেগ ভিত্তিক আন্তর্জাতিক আদালত আইসিসি শনিবার এক বিবৃতিতে বলেছে তাদের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বেআইনি যেসব পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করা হয়েছে সেবিষয়ে তারা সচেতন এবং গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। রাশিয়ার এই পদক্ষেপকে তারা অগ্রহণযোগ্য হিসেবে উল্লেখ করে বলেছে, নিরপেক্ষভাবে কাজ করার ব্যাপারে তাদের যে ম্যান্ডেট রয়েছে, এধরনের পদক্ষেপের মাধ্যমে সেটাকে থামানো যাবে না। আইনজীবী কারিম খানের বিরুদ্ধে রাশিয়ার ঘোষিত পদক্ষেপের বিষয়ে মি. খান এখনও কোনো মন্তব্য করেন নি। এদিকে জাতিসংঘ মহাসচিবের শিশু ও সংঘাত বিষয়ক বিশেষ দূত ভার্জিনিয়া গ্যম্বা মস্কোতে মিস এলভোভা বেলোভার সাথে সাক্ষাত করেছেন - কথিত এই খবরের বিষয়েও সমালোচনা শুরু হয়েছে। রুশ কর্মকর্তা মিস এলভোভা বেলোভাকে উদ্ধৃত করে বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলছে যে তাদের আলোচনা ছিল গঠনমূলক ও আন্তরিক। বিভিন্ন অধিকার গ্রুপ ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই বৈঠকের সমালোচনা করে বলেছেন এটি ঠিক হয়নি। ইউক্রেনে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারা এলভোভা বেলোভাকে দ্য হেগের কারাগারে দেখতে চায়। তারা দেখতে চায় না যে জাতিসংঘের ঊর্ধ্বতন কোনো কর্মকর্তা তার সঙ্গে বৈঠক করছেন, বলেন হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ইন্টারন্যাশনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের বালকিস জারাহ।

তেলের উৎপত্তির সাথে কি ডাইনোসরের সংযোগ আছে?

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক)ঃ আজকের সমাজের মূল চালিকাশক্তি হল তেল। এই তেলের দখল নিয়ে বিশ্বে যুদ্ধ বেঁধেছে। আবার জলবায়ু পরিবর্তনের জন্যও প্রাথমিকভাবে দায়ী করা হয় তেলকে।

বিশ্বে প্রতিদিন আট কোটি ব্যারেলেরও বেশি তেল উৎপাদিত হয়। এই তেলকে 'পেট্রোলিয়াম' বলা হয়ে থাকে। পেট্রোলিয়াম শব্দটি ল্যাটিন শব্দ পেত্রা এবং ওলিয়াম থেকে এসেছে।

পেত্রা অর্থ পাথর এবং ওলিয়াম অর্থ তেল। সে হিসেবে পেট্রোলিয়াম বলতে বোঝায় পাথর বা মাটি খুঁড়ে উত্তোলন করা তেল। এই অপরিশোধিত থকথকে কালো তেল ব্ল্যাক গোল্ড বা কালো স্বর্ণ নামেও পরিচিত।

থকথকে তেলটি মূলত হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ। এটি এমন এক যৌগ, যার আণবিক গঠনে প্রধানত কার্বন এবং হাইড্রোজেন থাকে।

তেল হল এমন একটি উপাদান যা লাখ লাখ বছর ধরে রূপান্তর প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গিয়ে এক পর্যায়ে তেলে রূপ নেয়। কিন্তু এই তেল কোথা থেকে আসে?

এক্ষেত্রে বেশিরভাগ বিজ্ঞানী একটি তত্ত্বের পক্ষে কথা বলেন, তাদের দাবি তেলের উৎস কী এটা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু এই তেলের উৎস নিয়ে আজও নানা ধরণের ভ্রান্ত ধারণার প্রচলন রয়েছে।

ধারণা করা হয়, আজকের অপরিশোধিত তেল মজুদের প্রায় ৭০ শতাংশ মেসোজোয়িক যুগে গঠিত হয়েছিল, যা ২৫ কোটি ২০ লাখ থেকে ছয় কোটি ৬০ লাখ বছর আগের কথা। মেসোজোয়িক যুগ ট্রায়াসিক, জুরাসিক এবং ক্রিটেসিয়াস যুগে বিভক্ত, এটি সরীসৃপের যুগ হিসাবেও পরিচিত এবং ডাইনোসররা এই যুগেই সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করেছিল।

এই যুগই সম্ভবত ব্যাখ্যা দিতে পারবে কেন এ সংক্রান্ত ভুল তথ্য ছড়িয়েছিল।

অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক রিডার মুলার সায়েন্সনরওয়েকে বলেন, কিছু অদ্ভুত কারণে, অনেকেরই ধারণা যে ডাইনোসর থেকে তেল আসে। কিন্তু তেল মূলত আসে কোটি কোটি ক্ষুদ্র শৈবাল এবং প্ল্যাঙ্কটন থেকে।

এই পৌরাণিক ধারণার জন্ম কীভাবে হয়েছিল সেটা নিশ্চিতভাবে কেউ জানে না, তবে এই গল্প ল্যাটিন আমেরিকাতেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

বিবিসি মুন্ডো দুই মেক্সিকান বিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তারা এই বিশ্বাস সম্পর্কে কিছু জানেন কি না।

এ বিষয়ে, ন্যাশনাল অটোনোমাস ইউনিভার্সিটি অফ মেক্সিকোর ভূতত্ত্ব অনুষদের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক দারিও সোলানো এবং ইজা ক্যানালেস বলেছেন এটি বহুল প্রচলিত ধারণা হলেও, ধারণাটি ভুল।

সোলানো বলেন, অন্তত এই সময়ে এসে আমরা সনাক্ত করতে পেরেছি, হাইড্রোকার্বন তৈরি করে এমন অনেক শিলা জুরাসিক স্তরে পাওয়া গিয়েছে, জুরাসিক যুগ হল ডাইনোসরের ভূতাত্ত্বিক সময়কাল এবং সম্ভবত এই কারণে ডাইনোসর থেকে তেল আসার ভ্রান্ত ধারণাটি প্রচলিত হয়েছে।

এই পৌরাণিক কাহিনীগুলোকে ভুল প্রমাণ করা এখন জরুরি হয়ে পড়েছে, প্রথমত যে পদার্থটি বেশ পরিচিত এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহার হচ্ছে, সেটি সম্পর্কে অজ্ঞতা দূর করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, এই পদার্থের মূল উৎস বা ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখলে এ সংক্রান্ত আধুনিক প্রযুক্তি বা এর ব্যবহারকে আরও সামনে এগিয়ে নেয়া সম্ভব হবে, এমনটাই বলছেন ক্যানালেস।

ভূতাত্ত্বিক স্তরের চাপ এবং তাপ ভেতরে জমতে থাকা জৈব পদার্থকে হাইড্রোকার্বনে রূপান্তরিত করে।

কিভাবে তেল গঠিত হয়?

তেলের উৎপত্তির পেছনে মূল উৎস বড় কোন সরীসৃপ নয়, বরং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী। তেলের উৎস সম্পর্কে সর্বাধিক স্বীকৃত তত্ত্ব হল, এটি সমুদ্র এবং হ্রদগুলোর তলদেশে জমে থাকা প্রাণী এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শৈবাল পচে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে।

এই তত্ত্বটি নির্দেশ করে যে, সূক্ষ্ম পলিদানাসহ বিভিন্ন জৈব পদার্থ বিশেষ করে, স্থলজ বা সামুদ্রিক উদ্ভিদ নদী অববাহিকায় জমা হয়।

নির্দিষ্ট কিছু প্রক্রিয়ার পরে, কেরোজেন গঠিত হয়, যা নানা ধরণের জৈব পদার্থের মিশ্রণ, এবং দীর্ঘ সময় ধরে তাপ ও চাপ বৃদ্ধি পেতে পেতে এক পর্যায়ে হাইড্রোকার্বন চেইন গঠন করে, ন্যাশনাল অটোনোমাস ইউনিভার্সিটি অফ মেক্সিকোর বিজ্ঞানীরা এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

জৈব পদার্থগুলোর উপরে অন্যান্য ভূতাত্ত্বিক স্তরগুলো জমতে জমতে চাপ এবং তাপ বাড়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়, যা অ্যানেরোবিক ব্যাকটেরিয়ার কার্যক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। এতে ধীরে ধীরে জৈব পদার্থগুলো অল্প পরিমাণে অন্যান্য উপাদানের সাথে মিশে হাইড্রোকার্বনে রূপ নেয়। সহজভাবে বললে, বিষয়টা অনেকটা সব উপাদানকে এক করে সেগুলো প্রেশার কুকারে অনেকক্ষণ ধরে রান্না করার মতো (অর্থাৎ যেখানে চাপ এবং তাপের সৃষ্টি হয়)। যতক্ষণ না আসল পদার্থটি কার্বন এবং হাইড্রোজেনের চেইনে ভেঙে যায়।

মাটির নীচের স্তরেও একই রকম কিছু ঘটে। এতে ওই উপাদানগুলো শিলা থেকে রূপান্তরিত হতে থাকবে এবং তেল হয়ে মাটির নীচে জমা হতে থাকবে, মেক্সিকান বিশেষজ্ঞরা তাই বলছেন।

এই তত্ত্বটি সবচেয়ে বেশি স্বীকৃত কারণ সমস্ত তেলের মজুদ পাললিক ভূখণ্ডে পাওয়া গিয়েছে। উপরন্তু, তারা প্রাণী এবং উদ্ভিদের জীবাশ্মের অবশিষ্টাংশের সন্ধানও পেয়েছেন।

পুরনো বনভূমির জৈব উপাদানের রূপান্তর থেকেও তেল আসতে পারে।

জৈব তত্ত্বে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, যেকোনো ধরণের পদার্থে জৈব উপাদান থাকতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, স্থলজ উদ্ভিজ পদার্থ থেকে কেরোজেন উৎপন্ন হয় এবং সেখান থেকে প্রাপ্ত হাইড্রোকার্বন গ্যাস থেকে তেল জমতে থাকে, মেক্সিকান বিজ্ঞানীরা এমনটাই মনে করেন।

এ নিয়ে আরেকটি প্রচলিত ধারণা রয়েছে, যা বিষয়টি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দিতে পারে। সেটি হল ঃফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন বা উদ্ভিদের ক্ষুদ্রাংশ কি তেলের শক্তি এবং সৌর শক্তির সাহায্যে সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে জুওপ্ল্যাঙ্কটন বা প্রাণীর ক্ষুদ্রাংশে রূপান্তর হতে পারে? না, এটি একটি ভ্রান্ত ধারণা, ক্যানালেস বলেছেন।

আজ তেল থেকে আমরা যে শক্তি পাই, তা হাইড্রোজেন এবং কার্বন চেইনের (হাইড্রোকার্বন) জারণ (দহন) থেকে পাওয়া যায়।

এটি সত্য যে শক্তি এবং পদার্থ পরস্পরকে ধারণ করতে পারে। আরও সহজ করে বললে, ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন এবং জুওপ্ল্যাঙ্কটন অনেকটা সৌর ব্যাটারির মতো। আপনি বরং একে একটি এনালগ সিস্টেম হিসাবে ভাবতে পারেন যে, মানুষ কীভাবে খাবার খায় এবং সেই খাবার আমাদের পরিপাকতন্ত্রে গিয়ে অক্সিডেশন প্রক্রিয়া বা হজমের মাধ্যমে কিভাবে ভেঙে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। আমাদের শরীরের কোষগুলো এই শক্তি বা খাবারের উপাদানগুলোর উপকারিতা নিতে পারে। বলেন, সোলানো।

কয়েকজন বিজ্ঞানী অতীতে যুক্তি দিয়েছিলেন যে, তেলের একটি অজৈব উৎস রয়েছে এবং এটি কোন প্রাণীর অবশিষ্টাংশ ছাড়াই পৃথিবীর গভীরে গঠিত হতে পারে।

এই তত্ত্বের মধ্যে বেশ কয়েকটি ১৯ শতকের প্রথম দিকে প্রস্তাব করা হয়েছিল, উদাহরণস্বরূপ রাশিয়ান রসায়নবিদ দিমিত্রি মেন্দেলিভ এসব উপাদানের প্রথম পর্যায়ের সারণী প্রকাশ করেছিলেন।

অজৈব তত্ত্বগুলো মনে করে যে, পৃথিবীর ওপরের দিকের স্তরে, কার্বন মূলত হাইড্রোকার্বন অণু বিশেষ করে, মিথেন হিসাবে বিদ্যমান থাকতে পারে।

পেট্রোলিয়ামে প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোকার্বন পাওয়া গিয়েছে যা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে উৎপন্ন হয়। এজন্য জৈব জীবাশ্মের প্রয়োজন হয় না।

এই হাইড্রোকার্বনগুলো পৃথিবীর ভেতরের অংশ থেকে ভূত্বকের দিকে স্থানান্তরিত হতে পারে। এটি ভূপৃষ্ঠের বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে বা ওপরের দিকের অভেদ্য স্তরে তেল জমাতে পারে।

এই তত্ত্বগুলোর একটি সংস্করণের কথা বলেছেন অস্ট্রিয়ান জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী টমাস গোল্ড (১৯২০-২০০৪), যিনি কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন।

গোল্ড ১৯৯২ সালে আমেরিকান একাডেমী অফ সায়েন্সের জার্নাল পিএনএএস-এ ডিপ হট বায়োস্ফিয়ার শিরোনামে একটি গবেষণা প্রকাশ করেছিলেন, পরে একই শিরোনামে তিনি একটি গ্রন্থ লেখেন।

গোল্ডের মতে, পৃথিবীতে হাইড্রোকার্বন জৈবিক বর্জ্য বা জীবাশ্ম জ্বালানীর কোন উপজাত নয়। তবে, এটি এমন এক উপাদান যা প্রায় ৪৫০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর গঠন হওয়ার সময় থেকেই ছিল।

গোল্ড স্বীকার করেছেন যে, একই ধারণা ১৯৫০ এর দশকে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরাও দিয়েছিলেন।

পেট্রোলিয়ামের অজৈব উৎপত্তির তত্ত্বটি বেশিরভাগ বিজ্ঞানী গ্রহণ করেননি।

আমরা আমাদের একাডেমিক এবং বৈজ্ঞানিক সহকর্মীদের হয়ে সাহস করে বলেছি যে, অজৈব উৎসের তত্ত্বগুলো সফলভাবে পরীক্ষা করা হয়নি এবং পরীক্ষাগারে এই উপায়ে হাইড্রোকার্বন তৈরি করা সম্ভব হয়নি, ন্যাশনাল অটোনোমাস ইউনিভার্সিটি অফ মেক্সিকোর বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেছেন।

যেহেতু পেট্রোলিয়ামের উৎপত্তির জৈব তত্ত্বটি সর্বাধিক গৃহীত, সম্ভবত কিছু পাঠক নিজেদের এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

যদি মেসোজোয়িক যুগে তেল তৈরির সময়ে ডাইনোসররাও পৃথিবীতে বিচরণ করতো, তাহলে এমনটাও হতে পারত যে, তাদের দেহাবশেষ এবং ডাইনোসরের জৈব পদার্থ, সমুদ্র বা হ্রদের তলদেশে পতিত হত। এবং বহু সময় ধরে সংকোচন এবং রূপান্তর প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে তেলে রূপ নিতো।

এক কথায় বলা যায় যেকোনো জৈব পদার্থ থেকে তেল উৎপাদন হতে পারে, ন্যাশনাল অটোনোমাস ইউনিভার্সিটি অফ মেক্সিকোর বিশেষজ্ঞরা তাই বলেছেন।

তবে, এটি উল্লেখ করা জরুরি যে তেল উৎপাদন একটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম প্রক্রিয়া, এবং বিপুল পরিমাণ পদার্থের প্রয়োজন হয়, যা শুধুমাত্র সমুদ্রে প্ল্যাঙ্কটনের বিশাল পরিমাণের কারণে অর্জন করা সম্ভব, কিন্তু অন্যান্য পদার্থ এতো পরিমাণে নেই, তারা পরিশেষে বলেন।

টুকরো খবর

'পেঁয়াজের বর্তমান দাম অস্বাভাবিক,' বলছেন কৃষিমন্ত্রী, দ্রুত আমদানির উদ্যোগ

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ বাংলাদেশে এক সপ্তাহের মধ্যেই পেঁয়াজের দাম কেজিতে অন্তত ২০ টাকা বেড়ে গিয়েছে। গত সপ্তাহে বাজারে ৬০ টাকার মধ্যে এক কেজি পেঁয়াজ মিললেও রোববার এটি বাজারে বিক্রি হয়েছে কেজিতে ৮০ থেকে ৯০ টাকায়। এ অবস্থায় বিদেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানির উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে সরকার। এ উদ্দেশ্যে রবিবার বিকালে পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি চেয়ে কৃষি মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। চিঠিতে বলা হয়েছে, টিসিবির তথ্যানুযায়ী প্রতি কেজি পেঁয়াজের মূল্য এক মাস পূর্বে ৩০ টাকা ছিল যা গত সপ্তাহে ৫০ টাকা করে বিক্রি হয়েছে এবং বর্তমানে ৭০-৮০ টাকা দরে বিক্রয় হচ্ছে। পেঁয়াজের সরবরাহ বৃদ্ধি করে মূল্য স্থিতিশীল করার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। একারণে জরুরি ভিত্তিতে সীমিত পরিসরে পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি প্রদানের কথা বলা হয়েছে চিঠিতে। অনুমতি পেলে আমদানিকারকরা বিদেশ থেকে পেঁয়াজ আনতে পারবে। এর আগে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, পেঁয়াজের যথেষ্ট মজুদ থাকার পরও এত দাম বৃদ্ধি কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য

নয়। বর্তমান দাম অস্বাভাবিক। ৮০ টাকা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য না। তাহলে দাম নিয়ন্ত্রণে বিদেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি হবে কি না এমন প্রশ্নের উত্তরে কৃষিমন্ত্রী বলেন, আমরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। দামটা রিজনবল রাখার চেষ্টা করবো, না হলে কয়েকদিনের মধ্যে ইমপোর্টে যেতে হবে। এর কয়েকঘন্টা পরই কৃষি মন্ত্রণালয় বরাবর চিঠি ইস্যু করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। দুদিন আগে ঠিক একই কথা বলেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি। রংপুরে এক অনুষ্ঠানে বাণিজ্যমন্ত্রী জানান, পেঁয়াজ আর চিনি নিয়ে একটু ঝামেলা হয়েছে। পেঁয়াজ আপাতত ভারত থেকে আমদানি বন্ধ রয়েছে। দাম না কমলে দু-একদিনের মধ্যে আমরা আমদানির ব্যবস্থা নেব। বাণিজ্যমন্ত্রীর বিশ্বাস আমদানি হলেই দাম কমে যাবে।

দেশি কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় গত মার্চে ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ করে সরকার। সেসময় পেঁয়াজের দাম ছিল ৪০ টাকার মধ্যেই। কিন্তু দুই মাসের মধ্যে সেটি দ্বিগুনেরও বেশি হয়ে গেল। বাজারে গিয়ে ক্রেতাদের তাই হিমশিম অবস্থা। অবস্থা তো খারাপ, ২৫ টাকায় কিনতাম, সেটা ৩০ থেকে ৩৫...৪০..৫০...বাড়তে বাড়তে এখন ৭০-এও পাওয়া যাচ্ছে না। ৮০ টাকা লাগতেছে। সবকিছুর দাম অবিশ্বাস্যভাবে বেড়েছে, বলছিলেন গৃহিনী তানিয়া আক্তার। বর্তমান দাম দেখে হতাশা ও ক্ষোভ বিরাজ করছে পেঁয়াজ চাষীদের মাঝেও। এবারে পেঁয়াজ উৎপাদন করেছিলেন বগুড়ার কৃষক জাহিদ হাসান। ফলনও ভালো হয়েছিল। কিন্তু দাম খুব একটা পাননি। ফলে অল্প দামে মাঠ থেকেই ফসল বিক্রি করে দেন তিনি। আমরা অল্প পুঁজির লোক। পেঁয়াজ রাখলে সংসার চলবে কীভাবে। এখন তো সব পেঁয়াজ সিন্ডিকেটের কাছে, তারা মজুদ করে রাখছে, বলেন তিনি। এই সিন্ডিকেটের কথা স্বীকার করেন কৃষিমন্ত্রীও। আমরা চেষ্টা করছি সিন্ডিকেটকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা যায় কি না। না হলে ভারতে দাম কম, সেখান থেকে আমদানি করে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আনতে হবে। পেঁয়াজের দাম হবে সর্বোচ্চ ৪৫ টাকা। অনেকটা হতাশার সুরেই বলেন মি. রাজ্জাক। কিন্তু এই যে সিন্ডিকেট যাদের বলা হচ্ছে সেই মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ী বা আড়ৎদারদের সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না কেন? নিয়ন্ত্রণ করার ইচ্ছে থাকলে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, মনে করেন কনজ্যুমার অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ ক্যাবের সহসভাপতি নাজের হোসেন। বাজার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে ধরনের উদ্যোগ দরকার সেগুলো দেখা যায় নি। যেমন কৃষকরা যেন দাদন ব্যবসায়ীদের কাছে অগ্রিম বিক্রি না করে সেজন্য পর্যাপ্ত আর্থিক সুবিধা দরকার ছিল। এখন মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে স্টক থাকার কারণে তারাই কারসাজি করছে। এ জায়গায় সরকারের যেভাবে তদারকি করা কথা সেটা হয়নি, বলেন মি. নাজের। তবে আমদানি হলে পেঁয়াজের দাম কিছুটা কমবে বলে মনে করেন তিনি। ভারত থেকে আমদানি হলে ক্রাইসিস কমে যাবে। কারণ স্টক আছে, কিন্তু কৃত্রিম ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে ব্যবসায়ীরা পেঁয়াজের দাম বাড়াচ্ছে ইচ্ছেমতো। তবে অনেকের এখন শঙ্কা কোরবানীর ঈদ সামনে রেখে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আরো বাড়বে। সংসারের জন্য নিয়মিত বাজার করেন এমন একজন মীর মুশফিক বলছিলেন, ১৫২০ দিন আগে গ্রাম থেকে পেঁয়াজ আনাইছিলাম। কিন্তু আজ বাজার করতে গিয়ে দেখি বাজারে আদা নাই, জিরা নাই, চিনিও নাই। মশলা সবকিছুর দাম বাড়তির দিকে। সবজির দাম অবিশ্বাস্য। ভোক্তাদের নিয়ে কাজ করা নাজের হোসেন মনে করেন দাম বাড়ানোর প্রতিযোগিতার সামাজিক সংক্রমণ ঘটেছে। সব ব্যবসায়ীর মধ্যে অতি মুনাফার প্রবৃত্তি, জনগণের পকেট কাটতে হবে। এ কারণে সমস্যাগুলো ঘুরে ফিরে আসতেছে। পরিস্থিতি সহনীয় রাখতে সরকারকে একটু আগে থেকে ব্যবস্থা নেয়ার পরামর্শ বাজার বিশ্লেষকদের।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
মঙ্গলবার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
23:05:2023

কাজী সালাউদ্দিনের আমলে বাফুফের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবতা

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ এক মাস ধরে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনে চলছে টালমাটাল অবস্থা সাধারণ সম্পাদকের ওপর ফিফার নিষেধাজ্ঞা এবং সবশেষ গত সপ্তাহে যোগ হয়েছে বাফুফের সভাপতি কাজী সালাউদ্দিনসহ শীর্ষ কর্তাব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগের অনুসন্ধান চেয়ে হাইকোর্টে রিট। ফিফা যদিও আর্থিক অনিয়মের জন্য বাফুফে সভাপতিকে দায়ী করেনি, তবে পুরো বিষয়টি যে তার জন্য ব্যাপক বিব্রতকর তা নিয়ে সন্দেহ নেই। গত ১৫ বছরে বাফুফের শীর্ষ পদ ধরে রাখা সাবেক ফুটবলার কাজী সালাউদ্দিন নানা কারণে বারবার সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছেন। ২০১৩ সালে কাজী সালাউদ্দিন নেদারল্যান্ডসের লোডভিক ডি ক্রুইফকে কোচের দায়িত্ব দেয়ার সময় যখন বলেছিলেন বাংলাদেশ ২০২২ বিশ্বকাপে খেলবে, এটাকে তখনই অনেকেই 'অবাস্তব' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। এরপর ১০ বছরে বাংলাদেশ বিশ্বকাপে যে শুধু যেতে পারেনি তাই নয়, র‍্যাংকিংয়ে ১৬৪ থেকে ২৮ ধাপ নেমে দাঁড়িয়েছে ১৯২ তম অবস্থানে। যদিও ২০২০ সালে নির্বাচনের সময় কাজী সালাউদ্দিন বলেন তিনি এই কথা বলেননি এবং তিনি উল্লেখ করেন, 'উত্তীর্ণ হতে চেষ্টা করবেন' বলেছেন। বাস্তবতা হচ্ছে, ২০২২ বিশ্বকাপের প্রাকবাছাইপর্বও পেরুতে পারেনি বাংলাদেশ দল ।

পাকিস্তানের পরিস্থিতিতে কি ভারতের উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত?

নয়া দিল্লি (এজেন্সী) ঃ বেশ কয়েক বছর আগের কথা । যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একজন দক্ষিণ এশিয়া বিশেষজ্ঞ ভারত সফরে এসেছিলেন, আর তখনই তার সাথে কথা হচ্ছিল একজন স্থানীয় বিশ্লেষকের। তিনি বলছিলেন, সেই কথোপকথন এখনো তার কানে বাজে।

পাকিস্তান যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যেন তাদের সাথে আমরাও না ডুবি - বলেছিলেন সেই বিশ্লেষকটি। তার সাথে যার কথা হচ্ছিল তিনি হলেন ওয়াশিংটনের উইলসন সেন্টারের দক্ষিণ এশিয়া ইনস্টিটিউটের পরিচালক মাইকেল কুগেলম্যান।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে পাকিস্তান এক নজিরবিহীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটে জর্জরিত।

ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতার করা হলে দেশজুড়ে তার সমর্থকদের সহিংস বিক্ষোভ শুরু হয়। অন্যদিকে সেখানে চলছে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি, তার ওপর আছে অতি নিম্ন প্রবৃদ্ধি এবং দেশটির ঋণখেলাপি হবার আশংকা।

অন্যদিকে ইমরান খান ও দেশটির ক্ষমতাধর সামরিক বাহিনীর মধ্যে সংঘাত ক্রমশই আরো তীব্র হচ্ছে। মি. খান এমন অভিযোগও করেছেন যে, পাকিস্তানের রাজনীতিতে গভীর প্রভাব বিস্তারকারী এই সামরিক বাহিনী তাকে হত্যারও চেষ্টা করেছে।

সব মিলিয়ে দেশটিতে এক নজিরবিহীন সংকটকাল চলছে, যা থেকে ঘটনাপ্রবাহ কোন দিকে যাবে তা বলা কঠিন হয়ে পড়েছে।

একটি প্রতিবেশী দেশ - যার পরিস্থিতি প্রায় সবসময়ই উত্তপ্ত থাকে - তাতে যখন রাজনীতি প্রচণ্ড চাপের মুখে পড়ে, বড় আকারের অস্থিরতা দেখা দেয় এবং বিশেষ করে সামরিক নেতৃত্বের সংহতি নিয়ে উদ্বেগ দেখা দেয় তখন তো আপনার উদ্বিগ্ন হওয়াই স্বাভাবিক - বলছিলেন মি. কুগেলম্যান।

ব্যাপারটা এমন নয় যে এই আলোড়ন উপচে পড়ে ভারতেও ছড়াতে পারে, বরং সমস্যাটা হলো - এমন পরিস্থিতিতে পাকিস্তান হয়তো সেই সব জিনিসগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবে না যেগুলো ভারতের জন্য গুরুতর ঝুঁকি - যেমন সেই জঙ্গিরা যাদের মনোযোগ ভারতের দিকে।

এ দুটি দেশের মধ্যে - ১৯৪৭ সালে স্বাধীন হবার পর থেকে - তিনটি যুদ্ধ হয়েছে। এর মধ্যে দুটিই কাশ্মীরকে নিয়ে।

কাশ্মীরে ২০১৯ সালে ভারতীয় সেনাদের ওপর এক জঙ্গি আক্রমণের পর ভারত পাকিস্তানের ভূখন্ডের ভেতর আক্রমণে চালিয়েছিল। ওই ঘটনার পর দুই দেশ পারমাণবিক যুদ্ধের কাছাকাছি এসে গিয়েছিল - সম্প্রতি এক স্মৃতিচারণায় লিখেছেন সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইক পম্পেও। অবশ্য ২০২১ সালে একটি নতুন সীমান্ত চুক্তি হবার ফলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই আছে।এ কারণেই প্রশ্ন উঠছে যে পাকিস্তানে এখন যে টালমাটাল পরিস্থিতি চলছে - তাতে কি ভারতের উদ্বিগ্ন হওয়া উচিৎ?

অতীতের কয়েকটি ঘটনা থেকে কিছু সূত্র মিলতে পারে।

যেমন ১৯৭১ সালে পাকিস্তানে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তার পরিণতিতে উপমহাদেশে একটি রক্তাক্ত যুদ্ধ হয়, আর তার মধ্যে দিয়ে জন্ম হয় বাংলাদেশের।

এ ছাড়া ২০০৮ সালে এক আন্দোলনের পর জেনারেল পারভেজ মুশাররফের সামরিক শাসনের অবসান হয়, নির্বাচনে তিনি পরাজিত হন। কয়েক মাস পরই ভারতের মুম্বাই শহরে আক্রমণ চালায় পাকিস্তানসংশ্লিষ্ট জঙ্গিরা।

কিন্তু এমনকি সাম্প্রতিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দেখলেও বলতে হবে যে এখন পাকিস্তানে যা হচ্ছে - তা ভারতের জন্য আরো বেশি চিন্তার বিষয়, বলছেন হুসেইন হাক্কানি, যিনি একজন সাবেক পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত এবং এখন ওয়াশিংটন ডিসির হাডসন ইনস্টিটিউট ও আবুধাবির আনোয়ার গারগাশ ডিপ্লোম্যাটিক একাডেমির স্কলার।

এমন একটা সময় পাকিস্তানে এই রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা চলছে যখন দেশটি সবচেয়ে গুরুতর অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন, এবং দেশটির এস্টাব্লিশমেন্ট দুর্বল ও বিভক্ত হয়ে পড়েছে, বলছেন তিনি।

মি.কুগেলম্যানের মত বিশেষজ্ঞরা দুটি 'চরম' সম্ভাব্য চিত্র খারিজ করে দিচ্ছেন।

এর মধ্যে একটি হলো - পাকিস্তান ভারতের প্রতি হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে দু'দেশের মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠার পথ খোঁজার জন্য (ভারত এতে আগ্রহ দেখাবে না, তবে তা ভিন্ন প্রসঙ্গ)। অপর চিত্রটি হলো - পাকিস্তান হয়তো ভারতের-দিকে-দৃষ্টি নিবদ্ধ জঙ্গীদের উৎসাহিত করতে পারে সীমান্তের ওপারে একটি আক্রমণ পরিচালনার জন্য।

এ দুটি চিত্রই মি. কুগেলম্যান বাতিল করে দিচ্ছেন ।

কারণ তার মতে, এ মুহূর্তে ভারতের সাথে আরেকটি সংঘাত বা সংকট সৃষ্টি করতে পাকিস্তান আদৌ চাইবে না।

কিন্তু নতুন দিল্লিকে যা চিন্তিত করে তুলতে পারে তা হলো - এটা এমন এক পরিস্থিতি যা দুটি চরম বিন্দুর মাঝখানে পড়েছে - বলছেন বিশেষজ্ঞরা।

এর অর্থ - পাকিস্তান যখন অভ্যন্তরীণ ইস্যুতে দিশাহারা এবং এলোমেলো অবস্থায় , তখন কোন 'ক্রসবর্ডার' ঝুঁকির ঢাকনা বন্ধ করে রাখার মত অবস্থা তার নেই, বলছেন মি. কুগেলম্যান।

লন্ডনের সোয়াস বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক শিক্ষক অবিনাশ পালিওয়ালও একই সুরে কথা বলছেন।

তিনি বলছেন, পাকিস্তানে রাজনীতি ও অর্থনীতিতে যে 'জোড়া সংকট' চলছে তা সীমান্তে চলমান যুদ্ধবিরতির ক্ষতি করতে পারে।

দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়া, বা কাশ্মীরে শক্তি প্রদর্শন করে সামরিক বাহিনীতে নিয়ন্ত্রণ পুনপ্রতিষ্ঠা করা - এরকম দুএকটি কারণ আছে যা পাকিস্তানের সেনা প্রধানকে উৎসাহিত করতে পারে সীমান্তের ওপারে কিছু ঘটানোর জন্য। সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকলেও এরকম ঝুঁকি আছে, কারণ পাকিস্তান প্রান্তে যুদ্ধবিরতির গ্যারান্টি যারা দেবে তারাই এখন বিপদের মুখে আছে - বলছেন মি. পালিওয়াল। তিনি বলছেন, যুদ্ধবিরতি ভেঙে পড়াটা হয়তো এককভাবে ভারতের জন্য কোন কৌশলগত হুমকি নয়, কিন্তু চীনের সাথে এখন যে সামরিক অচলাবস্থা চলছে তার সাথে মিলিয়ে দেখলে এটাকে অধিকতর বিপজ্জনক বলে মনে হয়। 'ভারতের উচিৎ মাথা থেকে পাকিস্তানের চিন্তা ঝেড়ে ফেলা' অনেকেই মনে করেন, ভারতের এখন পাকিস্তানের ব্যাপারে এই অবসেশন মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলার সময় এসেছে, এবং এই সংকট নিয়ে বেশি উদ্বেগেরও দরকার নেই।

এমন কিছু ভারতীয় আছেন যারা মনে করেন, পাকিস্তান যে এই সংকটে পড়েছে তা ঠিকই হয়েছে - অনেকটা অন্যের দুর্দশা দেখে মজা উপভোগ করার মতো।

এঁরা বলেন, মনে রাখতে হবে যে ভারতের অর্থনীতি পাকিস্তানের চেয়ে ১০ গুণ বড়, আর দেশটির অর্থনীতির আকার ভারতের ধনী প্রদেশ মহারাষ্ট্রের চাইতেও ছোট।

মি. কুগেলম্যান বলেন, এরকম প্রতিক্রিয়া যে হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

অনেক দেশই চায় যে তার প্রতিদ্বন্দ্বী বিপদে পড়ুক, বিশেষ করে যে প্রতিবেশী সীমান্তের ওপার থেকে আসা আক্রমণকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে, যুদ্ধ বাধিয়েছে। যে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে তারা ভারতে সন্ত্রাসী আক্রমণের পৃষ্ঠপোষকতা করতে দেখেছে - এখন সেই বাহিনীকেই বিপদে পড়তে দেখে সেখানে অনেকেই বিশেষ সন্তুষ্টি লাভ করছে।

কিন্তু মি. কুগেলম্যান এটাও বলছেন যে ভারত যদি এই সন্তুষ্টি লাভ করতে গিয়ে পাকিস্তান থেকে আসা বিপদকে উপেক্ষা করে - তাহলে সেটাও বিপজ্জনক।

মি. হাক্কানি বলছেন, একটি পরমাণুশক্তিধর প্রতিবেশী যদি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার মধ্যে পড়ে তাহলে তা ভারতের স্বার্থের অনুকূল হবে না।

তবে পাকিস্তানে ভারতের সাবেক রাষ্ট্রদূত শরৎ সাভারওয়ালের মত ভাষ্যকাররা এটা বিশ্বাস করেন না যে দেশটির পতন আসন্ন।

তিনি বরং মনে করেন, পাকিস্তান আগেও যেভাবে এরকম পরিস্থিতির মধ্যেই সামনে এগিয়েছে - এবারও তাই হবে।

মি. পালিওয়াল বলেন, আদর্শিক ও ধর্মীয় চরমপন্থার ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে একটি ভালো দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখানো যায়, যা থেকে বোঝা যায় যে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদকে নিয়ন্ত্রণে আনাটা কত প্রয়োজনীয়।

প্রশ্ন হলো, পাকিস্তানের এই পরিস্থিতিতে ভারত কী করতে পারে? পাকিস্তানে ভারতের আরেকজন সাবেক রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন টিসিএ রাঘবন। তিনি বলছেন, সবচেয়ে ভালো হয় যদি বর্তমানে যে নিম্নতম মাত্রার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক রয়েছে সেটাকেই বজায় রাখা যায়, এবং কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর যুদ্ধবিরতিকে ধরে রাখা যায়।মি. হাক্কানি মনে করছেন, ভারত এ ক্ষেত্রে 'অপেক্ষা করা' এবং 'সীমান্তের দিকে কড়া নজর রাখা'র নীতি নিচ্ছে।

মি. কুগেলম্যান বলছেন, ভারতের জন্য যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো প্রস্তুত এবং সতর্ক থাকা।

বাখমুট দখল করতে পারেনি রাশিয়া, জোর দাবি জেলেনস্কির

ইউক্রেন (এজেন্সী) ঃ ইউক্রেনের শহর বাখমুট রাশিয়া সমর্থিত ভাড়াটে সৈন্যরা এখনো দখল করতে পারেনি বলে জোর গলায় দাবি করেছেন প্রেসিডেন্ট ভলোদামির জেলেনস্কি। এর আগে রাশিয়ার ভাড়াটে আধাসামরিক বাহিনী ওয়াগনার গ্রুপ দাবি করেছিল যে, তারা বাখমুট শহর দখল করে নিয়েছে।

দলটির কমান্ডার ইয়েভগেনি প্রিগোঝিন বাখমুট দখলের দাবি করলেও ইউক্রেনের সামরিক সূত্রগুলো বিবিসিকে জানিয়েছে, এখনো শহরের উপকণ্ঠে বেশ কিছু ভবন তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে জাপানে জি সেভেন সম্মেলনে হিরোশিমা শহর সফরের সময় একটি সংবাদ সম্মেলনে মি. জেলেনস্কি বলেছেন, গত অগাস্ট মাসের পর থেকে কোন শহর দখলের জন্য সবচেয়ে দীর্ঘসময় ধরে চলা আর রক্তক্ষয়ী এই লড়াইয়ের পরেও 'এখন পর্যন্ত শহরটি রাশিয়া দখল করতে পারেনি।'

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আণবিক বোমা হামলার শিকার হিরোশিমা শহরের সঙ্গে বাখমুটকে তুলনা করে মি. জেলেনস্কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, হিরোশিমার মতো করেই তার দেশ পুনর্গঠন করা হবে। এর আগে মি. জেলেনস্কি মন্তব্যের কারণে বাখমুটের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, বাখমুট আজ শুধুমাত্র আমাদের হৃদয়ে রয়েছে।

মি. জেলেনস্কির কার্যালয় অবশ্য পরে এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছে যে, শহরটির পতন হয়েছে, এমন কিছু তিনি বলেননি।

তবে বাখমুটের বেশিরভাগ এলাকা এখন রাশিয়ার সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

জাপানে হিরোশিমার সঙ্গে বাখমুটের আরও কিছু তুলনা তুলে ধরে মি. জেলেনস্কি বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তোলা হিরোশিমা শহরের ছবি দেখে তার বাখমুটের বর্তমান অবস্থার কথা মনে পড়ছে। 'এখন হিরোশিমা তাদের শহর আবার গড়ে তুলেছে, আমরাও আমাদের শহরগুলো গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছি,'' তিনি বলেন।

ইউক্রেনের একজন জেনারেল বলেছেন, তাদের সৈন্যরা বাখমুটের উপকণ্ঠে ভালো অবস্থান তৈরি করছে এবং শহরটি আস্তে আস্তে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, কৌশলগত দিক থেকে রাশিয়ার কাছে বাখমুটের গুরুত্ব সামান্য।

কিন্তু ইউক্রেনে এই লম্বা যুদ্ধে এই শহরের দখল তাদের জন্য একটি বিজয়ের একটি প্রতীক হিসাবে তারা দেখছে।

গত গ্রীষ্মের সময় রাশিয়া যখন কঠোর লড়াই করে সেভেরোদনেৎস্ক এবং লাইসেচাস্ক দখল করেছিল, ইউক্রেন সেই সময় অন্য এলাকায় অনেক এলাকা পুনরুদ্ধার করেছে।

এ বছরেও সেই একই কৌশল অনুসরণ করা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

জাপানে তিন দিনের জি সেভেন সম্মেলনেও ইউক্রেনের যুদ্ধ বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। বিশ্বের বেশ কয়েকজন শীর্ষ নেতার সঙ্গে আলাদা করে বৈঠক করেছেন মি. জেলেনস্কি।

সম্মেলনেই যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা দিয়েছে, তাদের মিত্র দেশগুলো যদি ইউক্রেনকে সর্বাধুনিক যুদ্ধ বিমান সরবরাহ করে, তারা সেই পদক্ষেপকে সমর্থন দেবে। এর মধ্যে আমেরিকান এফ১৬ যুদ্ধবিমানও রয়েছে। যদিও এখনো কোন দেশ ইউক্রেনকে যুদ্ধবিমান সরবরাহ করার ঘোষণা দেয়নি।

এফ১৬ যুদ্ধ বিমান পাওয়ার ব্যাপারে ইউক্রেন কতটা আশাবাদী, বিবিসির এমন এক প্রশ্নের জবাবে মি. জেলেনস্কি বলেছেন, আমরা এই নিয়ে কাজ করছি, আমি নিশ্চিত...আমি আপনাকে বলতে পারবো না যে কতগুলো বিমান আমরা পাবো এটা গোপন কিছু না, আমরা আসলে এখনো জানি না।

ইউক্রেন কবে নাগাদ পাল্টা আক্রমণ শুরু করবে, জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, আমরা যখন পাল্টা হামলা শুরু করবো, রাশিয়া সেটা টের পাবে।